

ডিজি নিয়োগে বঞ্চনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন শীর্ষ আইপিএস-এর। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেছেন রাজেশ কুমার। এ রাজ্যের ডিজি নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন তাঁর নাম বিবেচিত হয়নি, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আইপিএস রাজেশের দাবি, সিনিয়রিটির হিসেবে প্রথম তিনজনের মধ্যেই তাঁর নাম থাকার কথা ছিল। যদিও ইউপিএসসি-র যুক্তি, তালিকা যখন পাঠানো হয়েছিল তখন তাঁর চাকরির মেয়াদ ৬ মাসের বেশি ছিল। ১৯৯০ ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমার কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে ইউপিএসসি-র সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করেছেন। অভিযোগ, তাঁকে এবং দু'জন সিনিয়র অফিসার-রাজীব কুমার (বর্তমান কার্যনির্বাহী ডিজিপি) ও রণবীর কুমারকে বেসাইনিভাবে প্যানেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩-এ যখন ডিজিপি পদটি শূন্য হয়, তখন তিনজন সিনিয়র অফিসারেরই ছয় মাসের বেশি চাকরি বাকি ছিল, যা বাধ্যতামূলক যোগ্যতা।



এরপর জুলাই ২০২৫-এ রাজ্য সরকার ১০ জন যোগ্য আইপিএস অফিসারের নাম ইউপিএসসি-তে পাঠায়, যাঁদের সকলেরই ছ' মাসের বেশি সার্ভিস ছিল। কিন্তু ৬০ অক্টোবর ২০২৫-এর বৈঠকে ইউপিএসসি যুক্তি দেখায় যে, বৈঠকের দিনে তিনজন অফিসারের আর ছ' মাসের চাকরি অবশিষ্ট নেই, তাই তাঁদের বাদ দেওয়া হয়। পরে বেশি রিসিডুয়াল সার্ভিস-যুক্ত অফিসারদের নাম সুপারিশ করা হয়। অভিযোগকারী আইপিএস রাজেশ কুমারের দাবি, এই সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক এবং অযৌক্তিক।

৪ ডিসেম্বরে মধ্যে জমা করুন ফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম জমা না দিলে তাঁরা আন-কালেক্টেড শ্রেণিতে পড়বেন। ৯ ডিসেম্বরের পর তাঁদের আবার ফর্ম ৬ জমা দিতে হবে। অর্থাৎ ফের নতুন করে নাম তোলার জন্য তাঁদের চেষ্টা করতে হবে, অনলাইনেই আবেদন করা যাবে। এমনটাই নির্দেশ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এদিন সমস্ত জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন সিইও। সেখানেই এনুমারেশন ফর্ম জমা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। দেখা যায় শহরাঞ্চলের বহু ভোটার এখনও এনুমারেশন ফর্ম জমা দেননি। আলাদা করে শোনা যায় উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শিলিগুড়ি, হাওড়া, কলকাতার বড় অংশের কথা। আলাদা করে শোনা যায় দক্ষিণ কলকাতার কথাও। এ নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নতুন এই নির্দেশ দিতে দেখা যায় মনোজ আগরওয়ালকে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছেন স্পেশ্যাল রোল অবজারভার সূরত গুপ্ত। একজনও বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায় সে কথা তিনিও জোর দিয়ে বলে দিয়েছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের। পাশাপাশি কোনও অবৈধ ভোটার যাতে লিস্টে না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিকে এবারের এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বিএলও-রা। ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি রুট্রান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। এদিকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ২৭ লক্ষ ৭১ হাজার ফর্ম আনকালেকটেড। এর মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার। খুঁজে পাওয়া যায়নি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ভোটারকে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ভোটার। ডুপ্লিকেট ও ডবল এন্ট্রি রয়েছে এমন ভোটারের সংখ্যা ৫৮ হাজার ১৬৪।

সিইও-র গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ বিএলও-দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতা বিএলও-দের বিক্ষোভে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতায়। অতিরিক্ত ক্যাজের চাপের অভিযোগের পাশাপাশি ফর্ম জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর দাবিতে শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয় বা সিইও-দফতরের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন বিএলও-রা। অন্যদিকে, এদিনই পিল্লির নিয়োগ করা ১৩ জন রোল অবজারভারের সঙ্গে বেঙ্গল চেসারে একপ্রস্থ বৈঠক করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। সেই মিটিং শেষ হতেই তাঁর গাড়ি ঘিরে হোগান



দিতে শুরু করেন বিএলও-রা। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের ঘেরাটোপে তিনি বেঙ্গল চেসার থেকে সিইও দফতরে পৌঁছন। সিইও-কে দেখা করতেই হবে, এই দাবিকে সামনে রেখে এদিন বিশেষ কর্মসূচি করেন বিএলও-রা। সিইও দফতরের সামনে বাধা পেতেই পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তিও শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভকারীদের। রাস্তাতেও বসে পড়েন একাধিক বিএলও। তাঁদের কথা হচ্ছে, সকাল থেকে ঘটনার পর ঘণ্টা বসে থেকে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েও কোনও উত্তর নেই কমিশনের। কাজেই সিইও-র সঙ্গে দেখা না করে তাঁরা এখন থেকে উঠবেন না। সিইও দফতরের সামনে যখন বিএলও-দের এই স্লোগান শাউটিং চলে, তখন অন্যান্যদিকে বেঙ্গল চেসারে পিল্লির নিয়োগ করা ১৩ জন রোল অবজারভারের সঙ্গে বৈঠক

করছিলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। সেই মিটিং শেষ হতেই যখন স্পেশ্যাল অবজারভার সূরত গুপ্ত ও সিইও মনোজ আগরওয়াল বেরিয়ে আসেন, তখনই তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, সিইও-র গাড়ি আটকে দেন বিএলও-দের একাংশ। এরপর পুলিশ কোনও রকমে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে নিরাপত্তা দিয়ে সিইও দফতরে পৌঁছে দেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবারও ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পুলিশ-বিএলও-দের মধ্যে। তাতে আহত হন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির

এক সদস্য। এরপরই প্রতিবাদে সিইও দফতর ঘিরে রাখেন কমিটির সদস্যরা। বস্তুত, রাজ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলও-দের মাধ্যমে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফর্ম বিলি থেকে তথ্য যাচাই-সম মিলিয়ে পুরোদমে চলছে তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া। এর মধ্যেই পুরো ব্যবস্থা আরও স্বচ্ছ, নিখুঁত এবং ক্রটিমুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা করে একজন স্পেশ্যাল রোল অবজারভার নিয়োগ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এতেই থামেনি কমিশন। রাজ্যের প্রতিটি জেলার জন্য আলাদাভাবে রোল অবজারভার নিয়োগের কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১২টি বড় জেলার জন্য ১২ জন অতিজ্ঞ আইএএস অফিসারকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নিয়ে আজ বৈঠক করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল।

২৬৯ জন দাগি প্রার্থীকে খুঁজে বের করল এসএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ নতুন করে পরীক্ষা হওয়ার আগেই হাইকোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে কোনও দাগি প্রার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু পরীক্ষা হওয়ার পর একে একে বেরিয়ে আসছে দাগি প্রার্থীদের নাম। স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে দেওয়া একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২৬৯ দাগি প্রার্থীর নাম খুঁজে বের করা হয়েছে। দাগি প্রার্থীদের পরীক্ষায় না বাসার আবেদন জানানো হয়েছিল এসএসসি-র তরফে। কিন্তু শপাঙ্ক করার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। ফলে দাগিদের মধ্যে অনেকেরই পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন। এবার খোঁজার পালা। বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের আবেদন যাঁরা দাগি হয়েও পরীক্ষায় বসেছেন, তাঁরা অবিলম্বে জানান। তবে সেই ২৬৯ জনের মধ্যে সবাই পাশ করেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। এর মধ্যে শান্ত গোনা কয়েকজন পাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর। শেষ মুহুর্তে তাঁদের শাস্তে করে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অযোগ্য প্রার্থী থাকলে কর্তৃপক্ষকে জানানোর আর্জি এসএসসির। প্যানেল শেষ হওয়ার পর কার্যের নিয়োগ করেছিল কমিশন, সেটাই জানতে চেয়েছে রাজ্যের উচ্চ আদালতের বিচারপতি অমৃতা সিনহার বৈধ। পাশাপাশি, চলতি বছরের নিয়োগ প্যানেলের লিখিত পরীক্ষার ওএমআর আপলোডেরও নির্দেশ দিয়েছে বৈধ। আদালতের কাছে এই তালিকা পেশের জন্য একটি ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে এই এখনও উত্তীর্ণ প্যানেলের নিযুক্ত প্রার্থীদের তালিকা আদালতে পেশ করতে হবে কমিশনকে। ফলে একাধিক জট্টে আটকে রয়েছে এসএসসি।

৩ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি, পাঁচ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ মাওবাদী নেতা অনন্তর! মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৯ নভেম্বরঃ মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন বিকাশ নাগপুরে ওরফে মাওবাদী নেতা অনন্ত। তাঁর সঙ্গে আরও ১০ জন আত্মসমর্পণ করেছেন। তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য সময় চেয়ে আবেদন করার কয়েক দিনের মধ্যেই এই পদক্ষেপ। অনন্ত ছিলেন নিমিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী)-এর মহারাষ্ট্র-মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড় অঞ্চলের বিশেষ জোনাল কমিটি সদস্য এবং মুখপাত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আত্মসমর্পণ করতজান করবে এবং কখন করবে তা রাজ্য ও মাওবাদীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার নাগপুর রেঞ্জের ডেপুটি ইনস্পেক্টর অফিক্ট গোয়েল এবং গণ্ডিয়ার পুলিশ সুপার গোবিন্দ ভামরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ১১ জন। মহারাষ্ট্র সরকার এই মাওবাদী দলের বিরুদ্ধে মোট ৮৯ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কেবল অনন্তর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ। আত্মসমর্পণের আগে, অনন্ত ২২ নভেম্বর দুটি চিঠিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন, যাতে এমএমসি অঞ্চলের অন্যান্য মাওবাদী

ক্যাডারদের অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে পারেন। একই সঙ্গে, আত্মসমর্পণের আবেদন এবং নিজের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ চেয়ে তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে



অনুরোধ করেছিলেন অভিযান বন্ধ রাখার জন্য। গত ২৭ নভেম্বর তিনি পুনরায় একটি চিঠিতে আত্মসমর্পণের সময় কমানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অন্তের প্রাথমিক জীবনেই, মাওবাদী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। মুম্বইতে

পড়ার সময় তিনি প্রথমবার মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরে নাগপুরে ব্যাচেলর অফ এডুকেশন করতে গিয়ে গাড়িচোরালিতে আন্দোলনে যোগ দেন। প্রায়



পাঁচ বছর এমএমসি অঞ্চলে কাজ করার পর তিনি ওই অঞ্চলের মুখপাত্র হন। পুলিশ জানিয়েছে, অনন্ত প্রথম দিকে আত্মসমর্পণ করতেন। অন্তের প্রাথমিক জীবনেই, মাওবাদী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। মুম্বইতে

বাংলা থেকেই শুরু

রাজভবনের নাম বদলে হল লোকভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ নভেম্বরঃ আর রাজভবন নয়। এবার থেকে লোকভবন। দেশজুড়ে বদলে যাচ্ছে রাজভবনের নাম। সেই কাজ শুরু হচ্ছে এই বাংলা থেকে। পশ্চিমবঙ্গে রাজভবনের নাম বদলে হচ্ছে লোকভবন। আগে থেকেই রাজভবনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছিল। কেন্দ্রের অনুমতি মিলতেই শনিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা রাজভবনের। রাজভবন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের রষ্ট্রপতির নির্দেশে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজভবনের নাম বদলে হল লোকভবন। পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম এই নাম পরিবর্তন হল। এরপর ধীরে ধীরে সারা দেশেই এই নাম কার্যকরী হবে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, 'শুধু যে নাম পরিবর্তন হয়েছে এমনটা নয়। বিভিন্ন ধরনের যে ডকুমেন্ট আছে সেগুলিতেও যা-যা প্রয়োজনীয় ছিল পরিবর্তন করার, সেইকাজও আজ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যপাল বলেন, 'ভারতের সব রাজভবনকেই এবার থেকে লোকভবন বলে ডাকা হবে।' গত ২৫ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে বলা হয় রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে লোকভবন করা হবে। মূলত, রাজভবন নামটির সঙ্গে 'রাজত্ব'-



সরাসরি যুক্ত থাকে। সেই কারণেই এই পরিবর্তন। পরবর্তীতে সব রাজ্যের রাজ্যপালরাই এই নাম পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এরপরই সম্মতি দেয় কেন্দ্র। আর কেন্দ্রের সম্মতি পেতেই রাজভবনে থাকা পুরনো নামের ফলক বদলে দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। উল্লেখ্য, আজ নাম পরিবর্তনের পর ভিক্টোরিয়া যান রাজ্যপাল সিভি

আনন্দ বোস। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। শিশুদের চকোলেট দেন। তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন। এমনকী, রাস্তায় চা পান করতেও দেখা যায় রাজ্যপালকে। এঞ্জ হ্যান্ডলে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'জন রাজভবন'-উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল প্রাসাদের ঐ কাব্যিক দূরত্ব



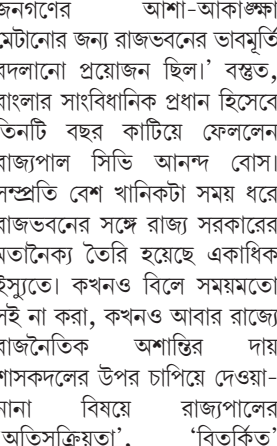
ঘুচিয়ে সাধারণ জনমানুষের কাছে রাজভবনকে আরও উন্মুক্ত করা। তাদের সমস্যা-আশঙ্কা শুনে তদনুযায়ী প্রয়োজনে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। গত তিন বছরে-প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা সামাজিক উদ্বেগ, জন রাজভবন সরাসরি জনসেবায় নামিয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল। এবার সরকারি পর্যায়ে নামকরণের ভিত্তি দিয়েছে

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের এক নির্দেশনা। মন্ত্রক ২৫ নভেম্বর, ২০২৫-এর নোটিফিকেশনে জানিয়েছে, দেশের সকল রাজভবন ও রাজনিবাসকে যথাক্রমে 'লোক ভবন' ও 'লোক নিবারণ/নিবাস' নামে পুনঃনামকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে খাঁটি জন-উদ্যোগ এবং জনসম্মুখি



ভাববিকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই নির্দেশনা মেনে পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনও এখন 'লোক ভবন' বলে অভিহিত হবে- এমনটাই শনিবার রাজ্যপাল জানিয়েছেন। সরকারি আলাপ-আলোচনায় বলা হয়েছে, 'জন রাজভবন' কেবল নাম নয় এ একটি কর্মযাজনা। গত তিন বছরে রাজভবন জেলা পর্যায়ে তৎপর থেকেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা,

নির্ধাতন-অভিযোগ তদন্ত বা জনদুর্ভোগে মাঝামাঝি এসে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজে। বদলে যাওয়া নামের সঙ্গে সেই কার্যক্রমকে আরও আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যপালের টুইটেই বলা হয়েছে, 'লোক ভবন হিসেবে কাজের ক্ষেত্র আরও বাড়বে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা



মোটামোটো রাজভবনের ভাবমূর্তি বদলানো প্রয়োজন ছিল।' বস্তুত, বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তিনটি বছর কাটিয়ে ফেললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি বেশ খানিকটা সময় ধরে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মতানৈক্য তৈরি হয়েছে একাধিক ইস্যুতে। কখনও বিলে সময়মতো সই না করা, কখনও আবার রাজ্যে রাজনৈতিক অশান্তির দায় শাসকদলের উপর চাপিয়ে দেওয়া-নানা বিষয়ে রাজ্যপালের 'অতিসক্রিয়তা', 'বিতর্কিত' পদক্ষেপ বিভ্রমনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে সাময়িক তিক্ততা কাটিয়ে সামগ্রিকভাবে বাংলা নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসেন রাজ্যপাল। ক'দিন আগেই জানিয়েছিলেন, বাংলায় কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুণ। গ্রামবাংলাকে আরও দেখতে চান, আরও সময় কাটাতে চান।

‘ভূয়ো ভোটে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা, তাই বিরোধিতা করছেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৯ নভেম্বরঃ কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় বিজেপির সভায় অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তবে শনিবার সেই সভা শুরুর আগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। কিন্তু রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সব বাধা অতিক্রম করে সভা করেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূলকে নিশানায় নেন। তাঁর কটাক্ষ-কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, তৃণমূল হারবেই! বিজেপির এই কর্মসূচি হল পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা। কোচবিহারের সভা থেকে তাই শুভেন্দু বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দেন। তবে ঠিক কী পরিবর্তন তিনি চাইছেন সেটাও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, 'পরিবর্তন চাই পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরিয়ে এনে

ভোটে, লুটের ভোটে, বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী-রোহিঙ্গাদের ভোটে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাই তিনি এদের সকলকে বাংলায় রাখতে চান। তিনি আবারও অভিযোগ করেন, 'বিএসএফ-কে জমি দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য সীমান্ত বেড়া দেওয়া যায়নি। আর এর জন্যই অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় সহজে ঢুকছে, দিনের পর দিন রয়ে যাচ্ছে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণ তৃণমূলের লোকেরা এদের অধৈর্য ভোটের, আখার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে বলে ফের সরব হয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, ১০-১৫ হাজার টাকার বিনিময় এই কাজ করা হচ্ছে। মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোটাভাষ্য তৈরি করার কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি তাঁরা। এর আগে জমি



হাতে কাজ দেওয়ার জন্য। পরিবর্তন চাই নারীর সম্মান এবং কন্যা সুরক্ষার জন্য।' এই প্রেক্ষিতে আরজি কর থেকে শুরু করে জয়নগরের ঘটনার প্রসঙ্গ টানেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসকে বিধে শুভেন্দু এও বলেন- বিহারে এনডিএ বাড় বয়েছে এসআইআরের পরে। বাংলাতেও তাই হবে। তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠায় মাও-নেতৃত্ব। চিঠিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীস, ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বুদেও সাই এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের কাছে আবেদন জানানো হয়, যদি আত্মসমর্পণের জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়, তবে বহু সদস্য অস্ত্র ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকা তৈরি হতে চলেছে মাওবাদী সংগঠনের শক্তি কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মাওবাদী কান্ডেই, অনন্ত প্রথম দিকে আত্মসমর্পণ করতেন। অন্তের প্রাথমিক জীবনেই, মাওবাদী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। মুম্বইতে

পাঁচ বছর এমএমসি অঞ্চলে কাজ করার পর তিনি ওই অঞ্চলের মুখপাত্র হন। পুলিশ জানিয়েছে, অনন্ত প্রথম দিকে আত্মসমর্পণ করতেন। অন্তের প্রাথমিক জীবনেই, মাওবাদী মতাদর্শের প্রভাব পড়েছিল। মুম্বইতে

শ্রীলঙ্কায় দিতোয়া ঘূর্ণিঝড়ে জীবনহানিতে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কায় দিতোয়া ঘূর্ণিঝড়ে যেসব মানুষ তাদের নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা বাক্ত করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন, সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা করেছেন তিনি।সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ে শ্রীলঙ্কায় দিতোয়া ঘূর্ণিঝড়ে যেসব মানুষ তাদের নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন, সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা করছি।সামুদ্রিক সহযোগী ঘনিষ্ঠ দেশের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে ভারত দ্রুততার সঙ্গে অপারেশন সাগর বন্ধুর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনে ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য দিতে ও তৈরি।প্রতিবেশী প্রথম ভারতের এই নীতিগত আদর্শের দিকে তাকিয়ে এবং মহাসাগর দৃষ্টিপথে ভারত প্রবণজনের মুহুত্বে সব সময় শ্রীলঙ্কার পাশে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে রয়েছেন।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

এএপি-তে ভাঙন, রাজেশ গুপ্তা যোগ দিলেন বিজেপিতে



নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রাক্তন আম আদমি পার্টির নেতা রাজেশ গুপ্তা শনিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তিনি বলেন, আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছি, কারণ তারা দলের ক্ষেদ্রতম কর্মীদেরও আমানত করে। সেই কর্মী ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হতে পারেন। আমি আমার আগের দল ছেড়ে যেতে চাইনি, এবং আমি বারবার বলেছি, আমাকে জোর করে বহিস্কার করা হয়েছে। তবে, একজন ব্যক্তি যাকে অবসিদ্দ কেজরিওয়াল ব্যক্তিঃ গতভাবে অরসারণ করেছিলেন, তিনি সিবিআইয়ের সঙ্গে নিজের অভিও ত্রিা পেশায় করেছিলেন। তবুও তারা মাত্র তিন দিন আগে তাকে পুনর্মহাল করেছিলেন। দল তাকে আমার এলাকায় অশোক বিহারের ৬৫ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট দিয়েছে, এবং যাকে দল নিজেই কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। আমাকে দল এবং দেশের মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়েছিল। তাই, আমি দেশকে বেছে নিয়েছি।

এশিয়া কাপের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ স্কোয়াড ঘোষণাঃআয়ুষ মাত্রের অধিনায়ক

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর : শুক্রবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এশিয়া কাপের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ দল ঘোষণা করেছে, যা ১২ থেকে ২১ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে। চেন্নাই সুপার কিংসের ব্যাটসম্যান আয়ুষ মাত্রের ১৫ সদস্যের দলের নেতৃত্ব দেবেন, যার মধ্যে বৈভব সূর্যবংশী এবং বিহান মালহোত্রাও রয়েছেন। ১৯ ডিসেম্বর দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে গ্রুপ পর্বে ভারত পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। অনূর্ধ্ব-১৯ খেলোয়াড়রা বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআই সেন্টার অফ এন্ট্রিলেঞ্চে একটি ত্রি-দিবসি খেলছে, যেখানে রবিবার ফইনালে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল অফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মুখোমুখি হবে।পূর্ণাঙ্গ দলঃআয়ুষ মাত্রের (অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, বিহান মালহোত্রা (সহ অধিনায়ক), বদোশ ত্রিবেদী, অভিঞ্জান কুন্ডু (উইকেট কিপার), হরবংশ সিং (উইকেট কি পার), যুবরাজ গোহিল, কনিষ্ক চৌহান, খিলান এ. প্যাটেল, নমন পুষ্পকর, ডি. দীপেশ, হেনিল প্যাটেল, কিষান কুমার সিং, উদারন কুমার সিং।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভ্রান্ততরপদের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী খপা হচ্ছে।

নতুন ভারত কখনও চাপের কাছে মাথা নত করে নাঃ উড়ুপিতে লক্ষ-কণ্ঠ গীতা পাঠে বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বরঃ উড়ু পির শ্রীকৃষ্ণ মঠের পবিত্র প্রাঙ্গণ যেন এদিন আতও ভক্তিময়, আরও উদ্দীগু হয়ে উঠেছিল। হাজার হাজার মানুষের একসঙ্গে গীতা পাঠ-যাকে বলা হয়েছে ‘ গীতা পরায়ণ’-সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও তুলে ধরলেন ভারতের আত্মবিশ্বাস, সংকল্প এবং নিরাপত্তা-নীতি নিয়ে। তাঁর সরকারের অবস্থান। শুধু আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ নয়, গীতার শিক্ষা যে কিভাবে আধুনিক ভারতবর্ষের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করছে, সেই বার্তাই তিনি পৌঁছে দিলেন গোটা দেশের কাছে।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল একটিই অনুভূতি-নতুন ভারত মাথা নত করে না। তিনি অকণটে জানানেন, বর্তমানে ভারতের নিরাপত্তা নীতি বললেইে দেশকে অঘাত করলে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে-এটাই নতুন ভারতের প্রতিশ্রুতি। এই বক্তব্যের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিলেন সামরিক অভিযান ‘সিন্দুরের কথা, যা ভারতের প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা এবং দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ভারতের নিজের ‘চক্র’ আজও ততোচিই শক্তিঃশালী, শত্রু যখনই আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখাবে, সেই শক্তিই তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম। গীতার শিক্ষায় নতুন ভারতের নীতিভগবদগীতার শিক্ষা যে শুধু ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রনীতি,

সমাজনীতি এবং মানবকল্যাণেও দিশা দেখায়-মোদি সেই তত্ত্বকেই তুলে ধরলেন আধুনিক প্রেক্ষিতো। তিনি বললেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ স্পষ্ট করে দেয় যে শক্তির প্রবক্তা হওয়া মানে দুর্বল হওয়া নয়। যদি সত্য ও ধর্ম রক্ষার জন্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কঠোর হতে হয়, তবে সেটাই কর্তব্য। আধুনিক ভারতের নিরাপত্তা নীতিতেও সেই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে বলে তাঁর মন্তব্য।এদিন তাঁর ভাষণে ‘কুটুম্বকম’-অর্থা বিশ্ব এক পরিবার-এই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যোগ হল আর এক চিরন্তন মন্ত্র, ‘রক্ষতি রক্ষিতঃ’। প্রধানমন্ত্রী জানানেন, ভারত যেমন বিশ্বের কাছে শান্তি, সাম্য ও মানবতার বাণী পৌঁছে দেয়, তেমনই দেশের ওপর সংকট নামলে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানাতে কখনও পিছু হটে না। শান্তি প্রতিষ্ঠা যেমন কর্তব্য, তেমনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ-এই দ্বৈত মূল্যবোধই বর্তমান ভারতকে পরিচালিত করছে। শ্রীকৃষ্ণ মঠে ঐতিহাসিক দিনউড়ুপির এই পবিত্র নামলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়া জানানোর পরিকল্পনা তাঁর দক্ষিণ ভারতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। সেই প্রাচীন স্থানে লক্ষ-কণ্ঠে গীতা পাঠ যেন পুরো পরিস্বেশকে এক অনন্য শক্তিতে পরিণে তুলেছিল। অঘোজেকরা বলেন, গীতার প্রতিটি শ্লোকে যে ধ্বনি, যে স্পন্দন ও যে শক্তির প্রতীক, তা বহু মানুষকে একই সূত্রে বাঁধতে সক্ষম। প্রধানমন্ত্রীও সেই অনুসঙ্গেই বলেন, গীতার বার্তা ভারতের সত্যতা ও

সংস্কৃতির আত্মা। এই শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, দেশের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধেও নতুন শক্তি জোগায।মোদীর দাবি, গীতা পাঠের এই অনুষ্ঠান দেশের তরুণ প্রজন্মকে নতুন পথ দেখাবে। যে জাতি নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে, সেই জাতিই ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম। তাঁর ভাষণে উঠে আসে ভারতের নতুন আত্মবিশ্বাস, যা আত্মপরিচয়ের শেকড়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে চায়। আগের সরকার বনাম নতুন ভারতের অবস্থানসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী অতীতের সরকারের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারগুলি সন্ত্রাস হানার পরে প্রায় কোনও পদক্ষেপই নিত না। দেশে আঘাত এলেও প্রতিক্রিয়া ছিল দুর্বল, কখনও কখনও নিকিষ্ণ। সেই রাজনৈতিক অবস্থান নাকি শত্রুকে আরও সাহসী করে তুলত। কিন্তু মোদীর ভাষা অনুযায়ী, এখন সময় বদলেছে। এখন ভারত বদলেছেন।নতুন ভারতের নীতি স্পষ্ট-দেশের নিরাপত্তা সর্বাপ্রে। কোনও পরিস্থিতিতেই ভারত মাথা নত করবে না। দেশবাসীর নিরাপত্তা রক্ষায় কখনও পিছিয়ে আসবে না। তাঁর বক্তব্যে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে একটিই বার্তা-নতুন ভারত দৃঢ়, শক্তিঃশালী এবং সংকল্পবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা আক্রমণ করলে আজ তা নিঃশঙ্গে সহ্য করা হয় না। জঙ্গি হামলা বা সীমান্তে বৈরী কার্যকলাপ হলে সেই

অপশক্তিগুলিকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে ভারত আত্মরক্ষায় সদা প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমরা শান্তি চাইই, কারণ শান্তি আমাদের মূল্যবোধ। কিন্তু আমরা দুর্বল নই। প্রয়োজন হলে অত্যাচারীদের ধ্বংস করাই কর্তব্য। ভারতের অবস্থান শান্তির পথ, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে রক্তত্যাগ শেষে প্রধানমন্ত্রী আবারও মনে করিয়ে দেন ভারতের মূল চেতনা-বিশ্বের কাছে শক্তির দূত হয়ে ওঠা। ভারতের সংস্কৃতি অহিংসা, মৈত্রী, সাম্য ও করুণার উপর দাঁড়িয়ে। তাই ভারত সর্বদা বিশ্বশান্তির পক্ষে কথা বলে। কিন্তু তিনি সতর্ক করে বলেন, এই শান্তির বার্তা কখনও পরাভূত হওয়ার প্রতীক নয়। ভারত শান্তিপ্ৰিয়, কিন্তু মাথা নতকারী নয়। শান্তির হাত বাড়িয়ে নেয়, কিন্তু দুর্বল নয়।ভারতের এই নতুন পরিচয়-আত্মবিশ্বাসী, শক্তিশালী, দায়িত্বশীল-এই বার্তাই তিনি পৌঁছে দিলেন গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে। শেষ কথা-উড়ুপির আধ্যাত্মিক আবহে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিলেন, তা শুধু ধর্মীয়তা বা আধ্যাত্মিকতার সীমানায় আটকে নেই। বরং তা ছড়িয়ে পড়ে রষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং জাতীয় আত্মবিশ্বাসে। গীতার শ্লোকের ভেতর দিয়ে তিনি যেন বলতে চাইলেন-ভারত করুণা জানে, কিন্তু দুর্বলতা জানে না। শান্তিকে ভালোবাসে, কিন্তু অত্যাচার সহ্য করে না। এবং সবচেয়ে বড় কথা-নতুন ভারত কখনও চাপের কাছে মাথা নত করে না।

হাওড়া বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : হাওড়া বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারি, ওভারহেড সরঞ্জাম এবং সিগনাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, ৩০.১১.২০২৫ তারিখে র্রকের পরিকল্পনা করা হয়েছে।এ কথা জানিয়ে রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অতএব, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ করা হয়েছেঃ৩০.১১.২০২৫ তারিখে ট্রেন

বাতিলাঃহাওড়া থেকেঃ৩৭০৫৫, ৩৭২৪৯, ৩৭৫৬৩, ৩৬৮২৬ ব্যাল্ডেল থেকেঃ৩৭২৪৬ বর্ধমান থেকে ঃ৩৬৮৩৪ শেওড়াফুলি থেকেঃ ৩৭০৫৬ আরামবাগ থেকেঃ ৩৭৩৬৪, ৩৭৩৯৬ ৩০.১১.২০২৫ তারিখে ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিঃ ৩৭৩৬৫ হাওড়া - আরামবাগ লোকাল তারেকেশ্বরে সংক্ষিপ্ত পথে চলবে।

বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাকিস্তান সফরের সম্পূর্ণ অর্থ দান করল শ্রীলঙ্কা

রাওয়ালপিন্ডি, ২৯ নভেম্বর : পাকিস্তান সফরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের ভালো সময়ই কাটছে। বৃহস্পতিবার স্বাগতিকদের হারিয়ে তারা ব্রিদেশীয় সিরিজের ফইনালে উঠেছে। এমন সময়েও মন ভালো নেই দলটির ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের। কারণ দেশে বন্যা ও ভূমিধস।কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধস ও বন্যায় শ্রীলঙ্কায় ৫৬ জন মানুষ মারা গেছেন। অনেকে নিখোঁজ। খবরে

বলা হয়েছে দেশটির ৫ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটিতে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ এবং দেশের কিছু অসহ্য রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।এমন অবস্থায় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। পাকিস্তান সফরের সম্পূর্ণ অর্থ, এমনকি ম্যাচ ফি ও ক্ষতিগ্রস্তদের দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সনা জয়াসুরিয়ার শিষ্যরা।

জিহাদি রাষ্ট্রের পথে বাংলাদেশ-তথাগত রায়ের কটাক্ষে নতুন বিতর্ক, উদ্বেগ বাড়ল ভারত-বাংলা সম্পর্ক নিয়ে

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর-শহরের রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। তার মধ্যেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে এলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। গতবৃধবার এক্স-এ তিনি এক মন্তব্যে দাবি করেন, বাংলাদেশ আজ সোমালিয়ার মতো একটি জিহাদি রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতি ভারতবর্ষের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশে আসতেই দুই বাংলায় আলোচনার ঝড় উঠেছে। একদিকে রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলছে বক্তব্যের উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্যদিকে বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন অপ্রত্যাশ্য মৌলবাদী উগ্রতারের ইঙ্গিত সম্পর্কে।তথাগত রায়ের পোস্টে উত্তরের যে মূল সূর, তার কেন্দ্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মানবাধিকার পরিস্থিতি। তিনি অভিযোগ করেন, ঢাকায় সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় লড়ে যাওয়া বহু মানুষ আজ শাসকশ্রেণির ‘পড়েছেন’। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নিম্নায় কৃষ্ণ দাস প্রভু, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষণে আন্দোলন করছেন, তাঁকে ‘প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন ইসলামী-মৌলবাদী সরকার’ ইতিমধ্যেই প্রে্ফতার করেছে। এর পাশাপাশি তিনি উদ্বেগ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আবুল বরকতের কারাবাসের কথাও।বাংলাদেশে হিন্দু সম্পদিত দখল নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার জন্য পরিচিত অধ্যাপক বরকতকে প্রে্ফতার করা হয়েছে বলেই রায়ের দাবি। তার মতে, এই ঘটনাক্রি়া কোনও বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিমুখ যে ক্রমশ মৌলবাদী চক্রের কাছে চলে যাচ্ছে তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

পোস্টে তিনি লেখেন, মুসলমানদের দ্বারা দখল করা হিন্দু সম্পত্তি নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন ডঃ বরকতা সেই কারণেই আজ তাঁকে কারাগারে পেতে হয়েছে।তথাগত রায় এই বক্তব্যের সঙ্গে ট্যাগ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্করকে। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে-তিনি কি ভারতের তরফে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আবেদন করছেন? তাঁর মন্তব্যের সূর থেকেই স্পষ্ট, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থান শুধু -র অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, বরং ভারতের পূর্ব সীমান্তকে অরক্ষিত করে তুলতে পারে, যা ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে।রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য যিরে ইতিমধ্যেই বিভাজন স্পষ্ট। একাংশ বলছে, তথাগত রায়ের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক মন্তব্য নয় বরং এটি এখন এক পরিস্থিতির ইঙ্গিত, যা বহু মানবাধিকার সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন বেশ কিছুদিন ধরেই তুলে ধরছে। তাঁদের দাবি, বাংলাদেশে সাংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ধর্মীয় নির্যাতন এবং জৈবপূর্বক সম্পদিত দখলের ঘটনা নতুন ঘটনা। তবে সাম্প্রতিক কঠের প্রশাসনিক

কুয়াশাচ্ছন্ন শ্রীনগর, শীতের দাপটে জবুথবু কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৯ নভেম্বর : শীতের দাপট ক্রমেই বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। কনকনে ঠাণ্ডায় কাপছে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে হিমাক্কের নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন এমনই শীতের আমেজ থাকবে।শীতের আমেজ বাার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। শনিবার সকালে শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্ত ছিল কুয়াশায় মোড়া। শ্রীনগরের ডালসেকের ওপর ছিল কুয়াশার অন্তরণ। নিরন্তর তাপমাত্রার পতনে জমতে শুরু করেছে শ্রীনগরের ডাল সেক। শ্রীনগরে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জিহাদি রাষ্ট্রের পথে বাংলাদেশ-তথাগত রায়ের কটাক্ষে নতুন বিতর্ক, উদ্বেগ বাড়ল ভারত-বাংলা সম্পর্ক নিয়ে



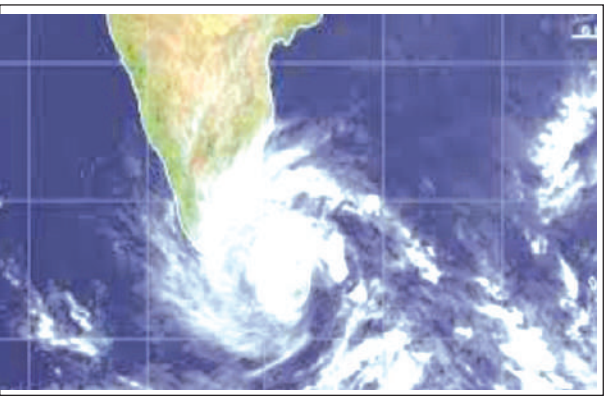
পোস্টে তিনি লেখেন, মুসলমানদের দ্বারা দখল করা হিন্দু সম্পত্তি নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা করেছেন ডঃ বরকতা সেই কারণেই আজ তাঁকে কারাগারে পেতে হয়েছে।তথাগত রায় এই বক্তব্যের সঙ্গে ট্যাগ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্করকে। ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে-তিনি কি ভারতের তরফে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আবেদন করছেন? তাঁর মন্তব্যের সূর থেকেই স্পষ্ট, তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থান শুধু -র অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, বরং ভারতের পূর্ব সীমান্তকে অরক্ষিত করে তুলতে পারে, যা ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয়ের রূপ নিতে পারে।রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য যিরে ইতিমধ্যেই বিভাজন স্পষ্ট। একাংশ বলছে, তথাগত রায়ের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক মন্তব্য নয় বরং এটি এখন এক পরিস্থিতির ইঙ্গিত, যা বহু মানবাধিকার সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন বেশ কিছুদিন ধরেই তুলে ধরছে। তাঁদের দাবি, বাংলাদেশে সাংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ধর্মীয় নির্যাতন এবং জৈবপূর্বক সম্পদিত দখলের ঘটনা নতুন ঘটনা। তবে সাম্প্রতিক কঠের প্রশাসনিক

রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠান, মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার, ৩০ নভেম্বর মাসিক কি-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। রবিবার ফের একবার শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১২৮-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দুর্দান্তনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদি মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বার্তা দেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস



নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ২৯ নভেম্বর : তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কার উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া-র দাপট ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ক্রমেই এই ঘূর্ণিঝড় এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে । উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। তামিলনাড়ুর নাগপটনাম ও থুডুকুডিতে শুরু হয়েছে ঘূষণধারের বৃষ্টি। বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই ঘূর্ণিঝ়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে । আজ সকালের মধ্যে উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের কাছে পৌঁছাতে পারে। সেই সময়ে প্রবল ঝোড়া হাওয়া বইতে পারে। তামিলনাড়ুর চেন্নাই, কুডালুর সহ বিভিন্ন জেলা ও পুদুচেরিতে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই পরিস্থিতিতে শনিবার ও রবিবার স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া-র দাপটে প্রভাবিত শ্রীলঙ্কাও । ভারতের প্রতিবেশী এই দেশে দুর্যোগে ইতিমধ্যেই ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যাও অনেক। প্রভাবিত ২ লক্ষের বেশি মানুষ। লছে ভারী বৃষ্টি। এই দুঃসময়ে শ্রীলঙ্কাকে সাহায্যের হাত বাগিয়ে দিয়েছে ভারত। পাঠানো হয়েছে মানবিক সহায়তা।

প্রধানমন্ত্রীর জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার নথিপত্রের দূরবতী প্রাপ্যতা চালু করেছে



নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার (পিএমএমএল) তার বিরল নথিপত্রের দূরবতী অ্যাক্সেস সুবিধা চালু করেছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে এখন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের আড়াই কোটিরও বেশি নথিপত্র দেখতে পারবেন। এই জন্য একটি নতুন আইটি প্র্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। গবেষকদের প্রথমে এই প্র্যাটফর্মে নিবন্ধন করতে হবে এবং তারপরে তারা যে নথিগুলি দেখতে চান তার জন্য অনুরোধ করতে হবে। অনুমোদিত হলে, নথিগুলি তাদের কম্পিউটারে দেখার জন্য উপলব্ধ করা হবে। তাদের আর পিএমএমএল অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।প্রসঙ্গত, পিএমএমএল স্বাধীনতার পর থেকে সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত নথিপত্র এবং উপকরণ সংরক্ষণ করে। ১,৩০০ জনেরও বেশি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মোট আড়াই কোটিরও বেশি বিরল নথিপত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। আধুনিক ও সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী পণ্ডিতরা এই নথিপত্রগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য সাইটিট পরিদর্শন করেন। চিঠিপত্র, বক্তৃতা, ডায়েরি এবং সংবাদপত্রের কাটিং সহ এখানে সংরক্ষিত দুর্লভ নথিপত্র সংরক্ষণ এবং গবেষকদের কাছে সেগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি বড় ডিজিটাইজেশন অভিযান শুরু করা হয়েছিল। এই অভিযানের অংশ হিসেবে, বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ নথি ডিজিটাইজড করে সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে এবং গবেষকরা এখন সেগুলি অনলাইনে দেখতে পারবেন।শনিবার পিএমএমএল পরিচালক অশ্বিনী লোহানি বলেন, ডিজিটাল আর্কাইভের উদ্বোধন গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ এবং গবেষকদের তাদের ঘরে বসেই তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করবে। এই সুবিধা গবেষকদের জন্য খুবই সহায়ক প্রমাণিত হবে এবং দেশের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দিল্লিতে বরমুক্ত ফারহানের ছবি ১২০ বাহদুর

মুম্বই, ২৯ নভেম্বর :৪১৯৬২ এর ভারত - চিন যুদ্ধের পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী রেজি যোগের পরিচালনায় তৈরী হয়েছে ১২০ বাহাদুর। মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে।মুক্তির পরই সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসায় পঞ্চমুখ করছে, যা বিনোদন জগতের কাছেও একপ্রকার প্রাপ্তিমূলত ভারত - চিন যুদ্ধের সময় যেসকল জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন , তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্মান জানাতেই দিল্লির

সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ না। ছবিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে ১৩ তম কুমাযুন রেজিমেন্টের ১২০ জন ভারতীয় সেনা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। মেজর শয়তান সিং ভাটি (পিভিসি) চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা ফারহান আখতার। ছবিতে তিনি সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন যুদ্ধের ময়দানে। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন রিতেশ সিংওয়ানি এবং ফারহান আখতারের এজেন্সি এন্টারটেনিমেন্ট বেলো জানি।

দূরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃআপনার নিজের যন্ত্র নেওয়ার হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। বৃষঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেঙ্গে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে আজ । মিথুনঃ আপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সন্তব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে।

কর্কট রাশি : পরিতুণ্ড জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাটখনি বৃদ্ধি করুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। পরিবারে কোন বারম্ব বাক্তির স্বাস্থ্য ঝুঁকি উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে।

সিংহঃযুমন্ত আবহাওয়া দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানহবে **কন্যা** ঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে ঞ্ণ চাইতে আসতে পারে। আপনাকে ঞ্ণ দেওয়ার আগে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, অন্যথায় অর্থের ক্ষতি হতে পারে। শুভদিন হবে। **তুলাঃ**আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন। শুভদিন। **বৃশ্চিকঃ** সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাক্তি় তৈরী করণ যাতে ঞ্ণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঞ্ণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। শুভদিন **ধনুঃ** অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ধরতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অসহ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।

মকরঃ আঘাত এড়ানোর জন্য বাধার সময় বিশেষ যত্ন নি। উপরন্তু ভালো ভদ্রিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশৃঙ্গ উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহের যোগ হবে। **কুন্তঃ**যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীকে কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মেপালকি করার জন্যই জরুরী।

মীনঃকোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিশ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। বাজি বা জুয়া খেলায় যারা তদূর।

আবহাওয়া বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড়ের বেশ কাটতে না কাটতে নতুন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে, সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পাবে না পশ্চিমবঙ্গে। পরোক্ষ প্রভাবে হাওয়ার গতি পরিবর্তন হতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা উর্ধ্বশীল হবে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোনও কোনও জেলায় অসহ্য কুয়াশা থাকতে পারে, পরে পরিষ্কার হবে আকাশ। শনিবার সকালের মতোই হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে।উত্তরভারত পার্বত্য এলাকার ক্ষেত্রে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না আগামী কয়েক দিন। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া। দুই দিনাজপুর ও মালদাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে সপ্তাহান্তে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি কম। আগামী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। সপ্তাহান্তে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে পাদুর।

জোয়ার-ভাটা
জোয়ার-ভাটা ১০টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৯মিনিটে হতে পারে।

চিতাবাঘ গণনার সিদ্ধান্ত বনদপ্তরের

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বনদপ্তর উত্তরবঙ্গে চিতাবাঘ গণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ৪০ দিন ধরে দার্জিলিং, কালিম্পাং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার সব জঙ্গলে একসঙ্গে এই গণনা করার জন্য ৮০০ টি ট্রাপ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গণনার কাজে প্রশিক্ষণের জন্য বিভাগীয় বনাধিকারী, রেঞ্জ অফিসার সহ ১২ জনের একটি দলকে অসমের শনিতপুর জেলার নামের ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এইবারের গণনায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০২২ সালে শেষ গণনায় উত্তরবঙ্গে ২৩৩ টি চিতাবাঘের সন্ধান মিলেছিল।

দূর্ঘটনার অভিযোগ দায়ের আহত মহিলার তরফে

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারইশ্বর ঃ বারইশ্বরের মিলন মেলায় জয় রাইড থেকে পড়ে জখম হওয়ার ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করলে জখম তরুণীর মা। রাইড চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মিলন মেলায় সুনামি নামে রাইড থেকে পড়ে জখম হন সোনারপুরের বাসিন্দা গোলাপ নন্দী। তাঁর মা রীতা নন্দী বলেন, রাইডে ওঠার পরেই মেয়ের সেক্ষটি বেস্টটা খুলে গিয়েছিল। কিন্তু যে ছেলেটি ছিল, সে সেই কথা শোনেনি। মেলা কর্তৃপক্ষের একাংশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের উপরও ক্ষোভ উগরে দেন তরুণীর মা। তিনি বলেন, কেউ বলছেন সেক্ষটি বন্ধে গিয়ে পড়ে গিয়েছে, আবার কেউ বলছে মেয়ে নাকি কাঁপ দিয়েছে। এই সব সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই সব মিথ্যা কথা শুনে মেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত মেলার ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হলেছেন বাসিন্দাদের একাংশ। অভিযোগ, গতবারও একই ভাবে জয় রাইডে দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

শিক্ষকরা সবাই বিএলও, ক্লাসরুমে রাঁধুনি দিদি!

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত দ্বীপ মৌসুনির কুসুমতলা পশ্চিম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেন শিক্ষার আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভোটের তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার কাজ নিয়ে যখন শিক্ষকরা দিন-রাত ব্যস্ত, তখন স্কুলের ক্লাসরুমে দেখা মিলছে অদ্ভুত এক বাস্তবতার; শিক্ষকশূন্য ক্লাসে খুদেদের পড়াচ্ছেন মিড-ডে মিলের রাঁধুনি দিদি। সেই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর আলোচন তৈরি করে। এই স্কুলে মোট তিনজন শিক্ষক। তিন জনকেই হজ্ঞাক্ষ হিসেবে মাঠে নামিয়েছে প্রশাসন। ফলে স্কুলে ছাত্রের উপস্থিতি কার্যত নিয়ম মানার খাতিরে। হাজিরা খাতায় সই করার পরই ছুটে যেতে হচ্ছে মাঠে, বাড়ি বাড়ি। কাজের চাপ এমন যে ক্লাস নেওয়ার সুযোগই নেই। এক শিক্ষককে তো আবার অন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে খুদে পড়ায়রা দিনভর প্রায় শিক্ষাবঞ্চিত। অভিভাবকদের অভিযোগ, ‘স্কুলে এলেও বাচ্চারা পড়াশোনা পাচ্ছে না। সামনে পরীক্ষা, আর এই অবস্থায় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।’ কিন্তু স্কুলের শিশুদের তো কাভাড ‘কে না কাভে’র সান্নাধ্যাত্বেই হয়। একা ঘরে বসে থাকলে দুষ্টিমি, আঘাত পাওয়ার ভয়। তাই দায়িত্ব নিজের মতো করে কাঁধে নিয়েছেন স্কুলের মিড-ডে মিল রাঁধুনি অনুমতি মণ্ডল। তাকে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের সামনে বসে ‘আ জাচ্ছে’, তা-ই মুখে মুখে বলছে। ‘অনুমতির সাফ কথা, এতটা ক্লাস করানো নয়। আমি স্কুলে আছি, বাচ্চাদেরও দেখে রাখতে হয়। ওরা একা থাকলে আঘাত পেতে পারে। তাই যতটুকু পারি, ততটুকুই বলি। এতে ওদের সময়ও কাটে, আবার একটু পড়াও হয়। তবে অভিভাবকদের একাংশ এই পরিস্থিতিতে চরম ক্ষুব্ধ। প্রতীমা মণ্ডল, অরুণা মণ্ডলদের ক্ষোভ, বাচ্চাদের পরীক্ষার মুখে পড়াশোনা নেই। রাঁধুনি দিদিই ক্লাস নিচ্ছেন! এটা শিক্ষা ব্যবস্থার কোথাকার নিয়ম?’ ৭ ামের মানুষও প্রশ্ন তুলেছেন; ভোটের প্রস্তুতি কি এতটাই জরুরি যে স্কুলের পড়াশোনা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে? প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ প্রামাণিকও চারপে কথ্য স্বীকার করছেন। তাঁর কথায়, তআমরা স্কুলেও আসছি, আবার এসে আই আর-এর কাজও করছি। তিনজন শিক্ষক; তার মধ্যে একজনকে আবার অন্য স্কুলে পাঠানো হয়েছে। ভরস্কার চাপ। হাজিরা দিয়ে আবার ভোটার হচ্চা মনে। তিনি আরও জানান, তাঁদের প্রায় ৮০ শতাংশ শেখ ও ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ। আশা করছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাসরুমে স্বাভাবিক পড়াশোনা ফিরবে। শিক্ষকরা বলেন, হজ্ঞাক্ষের দায়িত্ব এখন পাড়াঘরম। রাতভর ডিউটিজেশনে, দিনে ফিফেড গিয়ে তখা সংগ্রহ; এর মাঝেই স্কুলের যাবতীয় নিয়ম পালন করতে হয়। ফলে ক্লাস নেওয়ার সময়, মনোযোগ বা শক্তি; কিছুই হাতে থাকে না।

শতাব্দীকে কে তুলে আনছেন, দিদি না অভিযেক, শুক্রবারের পারফরম্যান্স কেমন লাগল কালীঘাটের

কালীঘাটের আত্মভাঞ্জন ওই নেতার

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলায় চলতি ভোটের তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে স্পষ্ট এটি প্রশ্ন তুলে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধি দল। নির্বাচন সদনে তাঁদের বৈঠকের পর এক বিরল ছবি দেখা গেছে। তা হল, দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনের পর বাংলায় সংবাদমাধ্যমে বিবুতি দিচ্ছেন বোলপুরের সাংসদ শতাব্দী রায়। শতাব্দী এখন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যাকে সরিয়ে তাঁকে সেই পদে বসানো হয়েছে। সেই পাদধিকারে শতাব্দী সংবাদমাধ্যমে বিবুতি দিতেই পারেন। তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় হল, শুধুই কি তাই? শুক্রবার ডেরেক ছাড়াও সংবাদমাধ্যমে ইংরেজিতে বিবুতি দিয়েছেন লোকসভার সাংসদ মহম্মা মেত্রা। প্রশ্ন উঠতে পারে, তার পরেও শতাব্দী কেন? সংসদীয় প্রতিনিধি দলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আইনজীবী ও বক্তাও ছিলেন, তিনি নয় কেন? তা হলে কি শতাব্দীকে উপরের দিকে তুলে আনা হচ্ছে? কেন হচ্ছে? ২০০৯ সালে তাপস পালের মতই প্রথম বার লোকসভায় সাংসদ হয়েছিলেন শতাব্দী। তারপর থেকে গত ১৫-১৬ বছরে দলের হয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা, সংসদে সামগ্রিক ভাবে দীর্ঘায় অবস্থান নিয়ে জন্ম এঁতাদি বিশেষ দেখা যাননি। বলতে গেলে এক প্রকার দল ভারী করার তালিকায় ছিলেন। বরং দিল্লিতে



অনেক বেশি মুখর ও তুখোর বক্তা ছিলেন কাকলী ঘোষদত্তিয়ার। বিভিন্ন সময়ে দল কাকলীকে দিয়ে শুধু সাংবাদিক বৈঠক করানি, ২০১২ সালে উত্তরপ্রদেশ ভোটে দায়িত্বও দিয়েছিল। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, কৌশলগতভাবেই শতাব্দীকে তুলে আনার চেষ্টা হচ্ছে। তা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুধু অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপার নয়, দু’জনে মিলে আলোচনা করেই করেছেন। শুক্রবার যে ১০ জন সাংসদকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে, সেই টিম তৈরি করে দিয়েছিল কালীঘাটই। সেই সঙ্গে ক্রিস্টও বলে দেওয়া হয়েছিল। বৈঠকের পর কে কে সাংবাদমাধ্যমে বিবুতি লেবেন। শতাব্দীর নামটাও কালীঘাট থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়। তৃণমূলের

কালীঘাটের আত্মভাঞ্জন ওই নেতার কথায়, সমস্যা হল দলে মহিলা সাংসদ, বিধায়ক বা নেত্রীদের মধ্যে ভাল বস্তার অভাব রয়েছে। কাকলী ঘোষদত্তিপারের শরীর ইদনীং ভাল যাচ্ছে না। অন্যদিকে মহম্মা মেত্র বাংলায় বললে তার খুব বেশি ৭ এহণযোগ্যতা থাকছে না। সমস্যা রয়েছে কলকাতাতেও শশী পাঁজা বা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য; এঁরা কেউই ক্ষুরধার বলে বিবেচিত নন। শশী পাঁজা বাঙালি নন, তাই তাঁর বাংলা শকচয়নে ও বলায় সমস্যাও রয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, চিভির বিতর্কে হোক বা আলোচনা সভায় বিজেপি বা বামেরা যখন কেয়া ঘোষ- দীপ্তিতা ধরদের মতো মহিলাদের তুলে আনছেন, তখন শাসক দল তৃণমূলের কেউ নেই। সার্বিক এই প্রেক্ষাপটে যেমন, শতাব্দী

রায়কে শিথিয়ে পড়িয়ে ঘষে মেজে যেমন এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তেমনই বাংলাতেও তরুণ মুখ শোঁজা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপাতত পাঠ দেওয়া হচ্ছে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মেয়ে তথা তরুণ নেত্রী প্রিয়দর্শিনী ঘোষকে। তবে প্রিয়দর্শিনী ছাড়া আর কাউকে সেভাবে এখনও যোগ্য হিসাবে ধরাই যায়নি। তৃণমূলের ওই নেতার কথায় শুক্রবার শতাব্দী রায়ের পারফরমেন্স মন্দ ছিল না। যে ৫ প্রশ্ন দল কমিশনের কাছে করতে চেয়েছে, তা বাহিরে এসে স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন শতাব্দী। বলা যেতে পারে এই শুরু। এ বার শতাব্দীকে আরও ঘন ঘন এই ভূ মিকায় দেখা যাবে। ছাত্রিশের ভোটের প্রচারেও তাঁকে আরও বেশি ব্যবহার করার কথা ভাবছে দল।

এস.আই.আর. আবহে সোমবার থেকে কলকাতায় বসছে ক্যাম্প, কী হবে এখানে?



দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : সোমবার থেকে ক্যাম্প খুলছে কলকাতা পৌরনিগম। কীসের জন্য খোলা হচ্ছে সেই ক্যাম্প? আসলে এসআইআর-এর আবহে জন্মের শংসাপত্র থেকে মৃত্যুর শংসাপত্রের চাহিদা বাড়ছে। আর

সেই কারণে ক্যাম্প খুলছে পুরসভা। মেরার ফিরহাদ হাকিম ইতিমধ্যেই এই ক্যাম্পের বিষয়টি জানিয়েছেন। সোমবার থেকে খোলা হবে এই ক্যাম্প। কারণ, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিতে এসে অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে। এই শংসাপত্র

কীভাবে পাবেন, কোথা থেকে হাতে পাবেন, এছাড়াও আরও অনেক প্রশ্ন থাকে। ফলে যারা কবরত লাগবে, তারের পক্ষে সব উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে এই ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। কলকাতা পৌরনিগম

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ শুরু হল ৪ দিনের সমন্বিত সংযোগ ও প্রচার কর্মসূচি

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দার্জিলিং, নভেম্বর ২৫ ২০২৫, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন আঞ্চলিক কার্যালয় (পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর), শিলিগুড়ি, আজ দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে চার দিনের একটি সমন্বিত যোগাযোগ ও প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচিগুলি নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকর জন-সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। আইকম-এর উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে একটি বিস্তারিত অধিবেশন পেশ করে পিঅাইবি ও সিবিসি, কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক মিস জেন নামচু, সমাজের সর্বস্তরে

সচেতনতা প্রচারগুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন, যাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হতে পারেন এবং অন্যদেরও সেগুলি পেতে সাহায্য করতে পারেন। উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সিবিসির সহকারি নির্দেশক শ্রী এম. কে. হাইত, উন্নয়নমূলক উদ্যোগে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকর জন-সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। আইকম-এর উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে একটি বিস্তারিত অধিবেশন পেশ করে পিঅাইবি ও সিবিসি, কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক মিস জেন নামচু, সমাজের সর্বস্তরে

সরকারি নীতি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিবিসির কার্যভার ব্যাখ্যা করেন। আরও অবহিত সমাজ গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারীদের তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলি ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করেন। সিভিএসটির যুগ্ম কমিশনার শ্রী নির্মল জয় একটি তথ্যমূলক সেশন পেশ করেন, যেখানে তিনি ছাত্রছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থী ও স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য জিএসটি ২.০-এর বৈশিষ্ট্যগুলি সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন। দিনের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিভিডিও, দার্জিলিং (শহরায়ত্তা)-এর শ্রী অজয় কুমার প্রসাদ; পিএলআই, দার্জিলিং পোস্ট অফিসের ডেভলপমেন্ট অফিসার শ্রী

সুমিত কুমার শাহ এবং রামকৃষ্ণ বেসিক ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ শ্রীমতী লোচন থাপা, যারা সরকারি কল্যাণ মূলক প্রকল্প এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উদ্বোধনী দিনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, একটি কুইজ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও সচেতনতা পরীক্ষা করে। এরপর এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত থিমের উপর সিবিসির সঙ্গীত ও নাট্য বিভাগ একটি উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যা ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে একাঙ্কে উপস্থাপন করে। চার দিনের এই আইকমপে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অধিবেশন, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এবং নাগরিক-অংশগ্রহণ মূলক কার্যকলাপ চলাতে থাকবে।

অ্যাস্ট্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রাঙ্গণে শুরু হল আই এ এস পি-এর ৪৬-তম বার্ষিক সম্মেলন

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ পপুলেশন-এর ৪৬ তম বার্ষিক সম্মেলন আজ কলকাতার অ্যাস্ট্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-তে উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে জনতাত্ত্বিক চালিকাশক্তির ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা এই সম্মেলনে মতবিনিময় করছেন। এই তিনদিনের সম্মেলনে (২৭-২৯ নভেম্বর ২০২৫) অ্যোজেন কর্তৃকে আই এ এস পি ন্যাশনাল অ্যাটলস অ্যান্ড থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশনের যৌথ

উদ্যোগে ও অ্যাস্ট্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায়। সম্মেলনের থিম “People, Planet, Prosperity Demographic Drivers of India’s Inclusive Growth.” উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন অধ্যাপক কে. এন. সিং, মাননীয় উপাচার্য, সাউথ বিহার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন অধ্যাপক এ. পি. সিং, মহাপরিচালক, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা। উল্লে দ্বাধনী অনুষ্ঠানে UNFPA India, International Union for the Scientific Study of

Population SIUSSPV-কে ২০২৫ সালের United Nations Population Award (Institutional Category) প্রাপ্তির জন্য সম্মান জানান। বিশ্বজনীন জনসংখ্যা বিজ্ঞান ও প্রমাণ, নির্ভর নীতিনির্ধারণে IUSSP-এর পথপ্রদর্শক অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংস্থার সভাপতি (২০২২,২০২৫) ড. শিরিন জিজিভয় এই সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জনতাত্ত্বিক গবেষণা ও সার্বিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার বিষয়ে সংস্থার প্রতিশ্রুতি পুনর্বক্ত করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে UNFPA India-র প্রতিনিধি Andrea M. Wojnar ভারতের

উন্নয়নপথে শক্তিশালী জনতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডার এবং যুবকেন্দ্রিক নীতির অপরিহার্যত্বের সর্বোচ্চ নেন। তিনি বলেন, বিশ্বের পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ভারতের জনসংখ্যায় অতৃপ্তপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। সম্মেলনে থাকছে থিম, ভিত্তিক বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশন, প্যানেল আলোচনা ও প্রেজেন্টেশন। উদ্বোধনী দিনটি তিনদিনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার জন্য ভিত্তি তৈরি করছে, যার লক্ষ্য ভারতের জনতাত্ত্বিক প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করা এবং এমন অধিকার,ভিত্তিক নীতি নির্ধারণকে এগিয়ে নেওয়া, যাতে কোনো নাগরিক পিছিয়ে না থাকে।

মুক ও বধির এক নাবালিকাকে ধর্ষণ

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর : আবার এক নাবালিকাকে ধর্ষনের ঘটনা। এবার মুক ও বধির নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ। আর এই ঘটনা জনাজানি হতেই অভিমুক্ত ভ্যান চালককে গণপিটুনির অভিযোগ উদ্ভেজিত জনতার বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার ঘুটিয়ারি শরিফ। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। প্রেপ্তার করা হয়েছে অভিমুক্তকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার ঘুটিয়ারি শরিফের বাসিন্দা বহুর দশেকের ওই মুক ও বধির নাবালিকা। পরিবারের সদস্যরা সকালে কাজে বেরিয়ে যেতেন। ফলে বাড়িতে একাই থাকত নাবালিকা বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নেয় এলাকারই বাসিন্দা, পেশায় ভ্যানচালক কওসার শেখ। অভিযোগ, খাবারের লোভ দেখিয়ে প্রায়ই নাবালিকাকে ধর্ষণ করত সে। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ওই নাবালিকা কাউকে কিছু জানাতে পারেনি। শুক্রবার রাতে ফের কওসার নাবালিকার বাড়িতে হাজির হয়, ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে নাবালিকা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কানিন মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে স্থানীয়রা জানতে পারেন এই ঘটনার পিছনে আছেন কওসার। এরপরেই উদ্ভেজিত জম্মা চড়াও হয় তার উপর। চলে গণহালাই। আর এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে গিয়ে কানিন মহকুমা পুলিশ আরক্ষ আধিকারিক রাম কুমার মণ্ডল আইনানুগ ব্যবস্থার আস্থা করেন। তারপরই অভিমুক্তকে প্রেপ্তার করে পুলিশ।

যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মহেশতলা : মহেশতলায় এক যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মাংসের দোকানের দুই কর্মীর মধ্যে বামেলা। আর তার জেরে এক যুবককে কোপানোর অভিযোগ সহকর্মীর বিরুদ্ধে। আহত যুবক এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর এই ঘটনায়অভিমুক্ত কর্মীকে প্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ঘটনাস্থি ঘটেছে মহেশতলা থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকায় আকড়াবাজারে সোহেল শেখ ও আলমগীর শেখ নামের দুই কর্মীর মধ্যে বচসা বাধে। তারা বাজারের একটি মাংসের দোকানের কর্মী বলে জানা যায়। অভিযোগ সেই সময় আলমগীর শেখ (৪০) সোহেল শেখের (২০) পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। একবার নয়, বারংবার কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় কুটিয়ে পড়েন যুবক। আর এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মহেশতলা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। তড়িৎবিড়ি আহত যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বাইপাসে মাদক খাইয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা : ফের শহরে নারী নির্যাতন। শুক্রবার রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছিলেন তরুণী। সেইসময়েই একটি চারাকল গাড়ি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। তিন যুবক গাড়ি থেকে নেমে জোর করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর গাড়ির মধ্যেই তরুণীকে মাদক খাইয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়। কোনওরকমে তাঁদের হাত রক্ষা পান নির্যাতিতা। ইতিমধ্যেই প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সূত্রে খবর, গতকাল রাতে প্রগতি ময়দান থানা এলাকা থেকে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কাছের একটি হাসপাতালে। এখনও সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন নির্যাতিতা। তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গেছে, অভিমুক্তদের একজন তরুণীর পরিচিত ছিলেন। অভিযোগ, গাড়িতে তোলার পরই তরুণীকে মাদক খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। তিনি বাধ্য দিলে মারধর করা হয়। এরপর শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। গোটা ঘটনার পর তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়েন, শহরের এক সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলাছে। জানা গেছে, তরুণী বিবাহিত, পূর্ব কলকাতায় তাঁর বাড়ি। যেহেতু অভিমুক্তদের একজনকে তরুণী আগে থেকেই চিনতেন, তাই দু-তিন মাস ধরে তাঁদের কথা হচ্ছে। তাই এই ঘটনা বাকি দুই অভিযুক্তের সঙ্গে মিল পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে কিনা তাও জ্ঞানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তরুণীর গোপন বয়স জানা হয়েছে। তিন অভিযুক্তর খোঁজে তদন্তি শুরু করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।

দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বছরের শুরুতেই তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা



দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন বছরের উপহার। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আনুমানিক ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। নির্মাণকাজ শেষ হলে উপকৃত হবেন দক্ষিণ হাওড়ার মানুষ। অবশেষে দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আনুমানিক প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। এই কাজ শেষ হলে উপকৃত হবেন দক্ষিণ হাওড়ার বিত্তপূর্ণ এলাকার মানুষজন। ওই রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পর্কে হাওড়া পুরসভার বিদায়ী প্রশাসকঅল্লীর উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী জানান, দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪১ এবং ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই রাস্তা তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই

সরোজমিন করা হয়েছে। ওই এলাকার রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি শোচনীয় ছিল বলে অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। উদ্যোগ নিয়ে সেই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। হাওড়া পুরসভার তরফ থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর নির্দেশে আমরা সকলে উদ্যোগ নিয়ে এই রাস্তা করছি। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষও। সৈকত বাবু বলেন, বাংলার মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে সমগ্র বাংলার পাশাপাশি দক্ষিণ হাওড়াতেও উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

ভয়াবহ আগুন, ৩টি দোকান ও ৩টি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই

দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বিরাটা : নভেম্বরের ভোর আবারও সাক্ষী হলো এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। উত্তর দমদম পুরসভার ৩৩ নং ওয়ার্ডের এয়ারপোর্ট থানার অধীনে বিরাটার মধ্য নীলাচল এলাকার রেল লাইন সংলগ্ন বস্তিতে লাগল ভয়াবহ আগুন। বাসস্থান ও দোকানঘর মিলিয়ে মোট ছয়টি ঘর ভষ্মীভূত হল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার ভোর তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে এর মাঝে আগুনলাগার খবর ছড়ায়। আগুন লাগা শুরু হয়েছিল একটি লান্ড্রির দোকানে, সেখান থেকে দাঁউ দাঁউ করে আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সংলগ্ন দোকান ঘরগুলিতে। খ বর পেয়েই স্থানীয় এলাকাবাসীরা ছুটে এসে নিকটস্থ পুকুর থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে

থাকেন। তখন ঘড়িতে বিকেল ৪টে। কিন্তু আগুন নেভার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, উল্টে বাড়তে থাকে। এর আধঘণ্টা পরেই প্রথমে বিরাটা ও পরে দমদম এবং বারাসতের তিনটি ইঞ্জিন দমকল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় প্রায় দু ঘন্টা ঘটনার ওপরে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকে। এলাকা জুড়ে উড়ন্ত ছাইয়ের সঙ্গে মিশে যায় ঘরহারাদের আত্ননৈদ। ছুটে আসে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। বিরাটা, দমদম ও বারাসতের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে দু'ঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনটি ইঞ্জিন ও রেললাইন লাগোয়া দুটি ঘর ভষ্মীভূত হয়েছে বলে দমকল সূত্রে খবর। কোন হতাহত হয় নি। যেহেতু কাঠের স্ট্রাকচার দোকান ওলি আগুন শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

হাওড়ার সলপ বাজার কাটলিয়ায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু



দূরস্বভাবতা, নিজস্ব সংবাদদাতা : হাওড়ার সলপ বাজার কাটলিয়ার কাছে লরির ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু, উত্তেজনা। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ। জানা গেছে, হাওড়ার সলপ বাজারে শনিবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা শঙ্কর দত্ত কোনা হাইরোডের দিকে সাইকেলে যাওয়ার সময় রাস্তা পারাপারের সময় লরির সামনের চাকায় পড়ে যান। লরিচালক গাড়ি থোরাত গিয়ে দেখতে না পেয়ে সাইকেল আরোহীর পায়ের উপর লরির চাকা তুলে দেন বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর

জখম অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় ব্যস্ত সময়েও ট্রাফিক পুলিশ থাকেনা। রাস্তায় সবসময় যানজট লেগেই থাকে। ভারী যান চালাচল করে ব্যস্ততম সময়ে। পরে পুলিশ এসে অবরোধ তোলে এবং পরিস্থিতি সামাল দেবে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে দূর্ঘটনায় মৃত এক, আহত একাধিক



দূরস্বভাবতা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : জয়নগরে বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ১ জনের, আহত বেশ কয়েকজন।শুক্রবার গভীর রাতে বিয়ে বাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি ফেরার পথে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। কুলতলি থানা এলাকার ১১ নং সূরেন বাবুচর এলাকা থেকে একটি বিয়ে বাড়ির দল জয়নগর থানার বিশ্বাসচকরে বিয়ে বাসে গিয়েছে এসেছিল। এরপর তারা খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরছিলেন মোটর ভ্যানে করে। সেই সময় হঠাৎ বকুলতলা থানা এলাকার ময়দা গ্রাম পঞ্চায়তের নপুকুরিয়া এলাকাত দুর্ঘটনার করলে পড়ে। মোটর ভ্যানের চাকা বাঁস্ট করে। এরপর গাড়ি চালক নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে পুকুরে গিয়ে পড়ে। গাড়িতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন লোক ছিল। সবাই পড়ে যায়, এরপর এলাকাবাসী খবর পেয়ে ছুটে আসে। সবাই মিলে উদ্ধার কাজে হাত

মেলায়। কিন্তু তাতে ও শেষ রক্ষা হলো না, প্রাণ চলে গেল নীলরতন মন্ডলের (৬৫), এছাড়া বেশ কয়েকজন আহত হয় তার মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার পরে এক জন্ের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাঁকে বার্কইপুর মহকুমা হাসপাতালে রান্নাতরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বকুলতলা থানার পুলিশ। এরপর বেশ কিছুক্ষণ পুলিশ ওই পুকুরে জাল ফেলে। আর কোন ব্যক্তি আছে কিনা তা জানার জন্য। এরপর ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শনিবার দেহ ময়না তদন্তের জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়। পুরো থানার ওদন্ত শুরু করছে বকুলতলা থানার পুলিশ আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে যেহাত ব্যক্তি শনিবার ও চিকিৎসাধীন বার্কইপুর মহকুমা হাসপাতালে।

এল না এনুমারেশন ফর্ম, কারণ খুঁজতে গিয়েই মাথায় হাত বাঁকুড়ার মল্লিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বরঃ স্বামী, পরিবার নিয়ে ঘর করছেন। চবিবশের লোকসভা নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন। এসআইআরের ফর্ম না আসার পর খোঁজ করতে গিয়েই মাথায় হাত পড়ল বাঁকুড়ার গৃহবধূরা। জানতে পারলেন, ভোটার তালিকায় তাঁর নামে পাশে ডিলিটেড স্ট্যাম্প রয়েছে। এনুমারেশন ফর্ম না পেয়ে চিন্তায় পড়েছেন মল্লিকা রক্ষিত নামে ওই গৃহবধূ। ওই গৃহবধূর এনুমারেশন ফর্ম না আসা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। মল্লিকা রক্ষিতের বাড়ি বাঁকুড়ার ছাতনা চিনাবাড়ি গ্রামে। ওই গ্রামের ১২০ নম্বর বুথের দীর্ঘদিনের ভোটার মল্লিকা রক্ষিত এবং পেশায় শিক্ষক তাঁর স্বামী নিতাই রক্ষিত। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় দু’জনেরই নাম রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ওই দম্পতি ভোট দিয়েছেন। সম্প্রতি এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে স্বামী নিতাই রক্ষিত-সহ পরিবারের অন্য ৪ সদস্য ফর্ম পান। কিন্তু, ফর্ম পাননি

বলেন, “২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম রয়েছে। চবিবশেও ভোট দিয়েছি। এখন জানতে পারি, আমার নাম ভোটার তালিকায় ডিলিটেড দেখাচ্ছে। এটা ভীষণ চিন্তার। এখন শু নছি, এসআইআর ফর্ম না হলে তাকে ভারতীয় ধরা হবে কি না, তা দেখা হচ্ছে।” এই ঘটনার জন্য পূর্বতন বিএলও-কে দায়ী করলেন তিনি। ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা ব্লক তৃণমূল নেতা বক্কিম মিশ্র এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, “রাজ্য সরকারি কর্মীরা বিএলও হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে কাজ করেন। তাই তাঁদের ভুলে নয়, নির্বাচন কমিশনের ভুলেই এমনটা হয়েছে।” বিজেপির পাণ্টা দাবি, “নির্বাচন কমিশন এর জন্য দায়ী নয়। বিএলও-র ভুলের কারণেই এমনটা ঘটেছে।” বিষয়টি নিয়ে তারা স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হবে বলে জানান বিজেপি নেতা স্বপন মুখোপাধ্যায়।

রিচা ঘোষকে শুভেচ্ছা জানাতে শিলিগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ নভেম্বরঃ বিশ্বকাপ জয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সাত সকালে রিচার শিলিগুড়ির বাড়িতে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান শুভেন্দু। বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম তারকা রিচা ঘোষের বাড়িতে শনিবার সকাল সাতটায় পৌঁছে তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। স্থানীয় লোকজন, ক্রিকেটপ্রেমী এবং রিচার পরিবারের সদস্যরা এই শুভেচ্ছায় উচ্ছসিত। শুভেন্দু অধিকারী নিজের হাতে রিচাকে সংবর্ধনা জালিয়ে বলেন, “আজ আমার ফ্রন্ড সতিই ভরে গেছে।” শুভেন্দু বলেন “শিলিগুড়ির এই মেয়ে রিচা ঘোষ আজ শুধু উত্তরবঙ্গের নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের এবং সমগ্র বাঙালির গর্ব হয়ে উঠেছেন। বিশ্বকাপের মাঠে তার অবিশ্বাস্য প্রতিভা, অদম্য মনের জোর এবং পরপর নজরকাটা সাফল্য সতিই আমাদের সকলের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ভারতীয় জার্সি গায়ে পরে যে সাহস, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার পরিচয় রিচা বারবার দিয়েছেন, তা কেবল এই প্রজন্মকেই নয়, আগামী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে।” শুভেন্দু অধিকারী রিচার বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন।



শুভেন্দু। শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, “আন্তর্জাতিক মঞ্চে রিচা ঘোষ যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গের এবং আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাতে কোনো প্রশংসাই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। ক্রিকেটের মাঠে তার অসাধারণ পারফরম্যান্স আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে। আমি আন্তর্জাতিক মঞ্চে আগামী দিনগুলোতে রিচা আরও সফল হবেন এই পূর্ণ আশ্বাস আছি।” তিনি আরও বলেন, “ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে

রিচা এবং তার সতীর্থরা বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাবেন, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রিচার এই সাফল্য শুধু তার ব্যক্তিগত জয় নয়,

পাকিস্তানের জেলে পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবীর রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ২৯ নভেম্বরঃ পাকিস্তানের জেলে মৃত্যু হল পূর্ব মেদিনীপুরের এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম স্বপন রানা। পাকিস্তানের জেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে পরিবার। আগামী ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে মৃতদেহ ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৎস্যজীবীর মৃতদেহ গ্রামের

বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠন। স্বপন রানার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকার বামুনিয়া অঞ্চলের পাইকবার গ্রামে। কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন গুজরাটে। সেখানে একটি ট্রলার মালিকের অধীনে ট্রলারে মাছ

ধরতে যেতেন। তাঁর পরিবারের বক্তব্য, মাছ ধরতে গিয়েই ভুল করে তাঁদের ট্রলার ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের সীমানায় ঢুকে পড়েছিল। পাকিস্তানের পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ দুই বছর বন্দিদের খাকার পর হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায় বাড়িতে। পরিবার ও এলাকাবাসীর

গৃহবধূকে খুনের দায়ে আজীবন গারদে আইনজীবী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ২৯ নভেম্বরঃ গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের ঘটনায় আইনজীবী স্বামী সহ শ্বশুর, শাশুড়ির আত্মত্যা কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের। আত্মত্যা কারাবাস দেওয়ারেরও। শুক্রবার বনগাঁ আদালতের বিচারক (এডিজ ১) কল্লোয়াল কুমার দাসের এই রায় রীতিমতো সাতা ফেলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বধূ নির্ধাতনে কেসে তিন বছরের জেল এবং এক হাজার টাকা

জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে এবার গোটা জীবন জেলেই থাকতে হবে মৃতার স্বামী রথীন্দ্রনাথ সেন, শ্বশুর রথীন্দ্রনাথ সেন, শাশুড়ি সুগুমানি সেন এবং দেওর রজত সেনকে। আসল ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল। বনগাঁ থানার শক্তিগড়ে শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূ প্রিয়া সেন বিশ্বাস ওরফে ইতুকে খুনের অভিযোগ ওঠে। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলে মৃতার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পরের দিনই প্রিয়া দেবীর মামতা বিশ্বাস বনগাঁ থানায় মেয়ের

স্বামী ও তার সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়ি এবং দেওরের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেতেই অ্যাকশন নেয় পুলিশ। কিছু সময়ের মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় চারজনকেই। দীর্ঘসময় জেতার পর হয় ঘটনার পূর্ণনির্মাণ। তারপর থেকেই চলছিল শুনানি। চার্জশিট দেয় পুলিশ। এতদিন ধরে চলা সওয়াল জবাবে সবপক্ষেই যুক্তি খতিয়ে দেখেন বিচারক। যদিও শেষ



পর্যন্ত আদালতের রায়ে বৃহৎস্পতিবারই দেবী সারাবন্তু হয় চার অভিযুক্ত। এরপরই শুক্রবারই হয়ে গেল সাজা ঘোষণা। মেয়েকে হারিয়ে এখনও শোকস্তব্ধ প্রিয়া দেবীর পরিবারের সদস্যরা। আদালতের রায়ের অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন আত্মীয়-পরিজনরা। শেষ পর্যন্ত রায়ে খুশি প্রত্যেকেই। রায়ের কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা মমতা বিশ্বাস। চোখে জল নিয়েই বলেন, “আমার মেয়েকে তো আর কেনওদিন ফিরে পাব না। তবে খুনিরা শেষ পর্যন্ত সাজা পেয়েছে। এতেই আমি খুশি।”

বাড়ির ফিতর ঢুকে ৬ বছরের শিশুকে পিষে দিল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ২৯ নভেম্বরঃ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা মালদহে। অভিযোগ, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি ঢুকে পড়ল ঘরে। ঘরের মধ্যে থাকা ছয় বছরের শিশুর মৃত্যু।। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন মা-ও। বুধবার রাতের এই ঘটনায় রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয় মালদার আরাপুর, কোতোয়ালি এলাকা। টাওয়ার ছালিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পুলিশের গাড়িতেও হামলা চালালো অভিযোগ। মালদহ ইংরেজবাজার থানার কোতোয়ালির আরাপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার, এখনও থমথমে এলাকা। জানা গিয়েছে, বুধবার একটি মারুতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরাপুর এলাকায় একটি গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সেই সময় ঘরের ভিতর ছিল ছয় বছরের ছোট দীপ পোদার। অভিযোগ, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। গাড়ির গতি

এতটাই বেশি ছিল যে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। তারপরই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। পিষে দেয় ছোট শিশুটিকে। এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে আহত হন শিশুর বাবা রতন পোদার ও তাঁর মা বিন্দু পোদার। আহতদের মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহৎস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দীপকে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, “পরশু দিন রাতে আমাদের এখানে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। একটি গাড়ি বেপরোয়া ভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকে যায়। বাড়ির ভিতরে থাকা বাচ্চাটি মারা গিয়েছে। ওর মায়েরও পরিস্থিতি খারাপ। মহিলাকে রেফার করা হয়েছে হাসপাতালে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সকলে ওদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। যে চালক ছিল তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।”

ডিপ টিউবওয়েলের জলেই ‘গোপন বিষ’! দামোদরের ভূগর্ভস্থ জলে ১২ অ্যান্টিবায়োটিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৯ নভেম্বরঃ ডিপ টিউবওয়েলের জল মানেই নিরাপদ-বহুবছরের এই ধারণা ভেঙে দিল দুর্গাপুর এনআইটির গবেষণা। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দামোদর অববাহিকার ভূগর্ভস্থ জলে মিলেছে এক, দু’টি নয়-জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ১২ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক! যা সরাসরি পান করার ফলে মানুষের শরীরে তৈরি হচ্ছে ভয়ংকর অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স। অর্থাৎ, যে ওষুধগুলি রোগ সারানোর কথা, সেই ওষুধই ধীরে ধীরে শরীরে অকার্যকর হয়ে পড়ছে। গবেষণার সূত্রে উঠে এসেছে আরও উদ্বেগজনক তথ্য। দামোদর নদীতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের শোঁজ করতে গিয়ে নদীর জলেই অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার দেখা গেল, সেই দূষণ মিশে গিয়েছে ভূগর্ভস্থ জলেও- যেখানে থেকে সরাসরি পানীয় জল তুলে পান করেন মানুষ। নদীর জল যেন পরিশ্রুত হয়ে পাইপ লাইনে আসে, ভূগর্ভস্থ জলে তখন কোনও ফিল্টার নেই। ফলে বিপদ বহুগুণ বাড়ছে। গবেষক দলটি দামোদর অববাহিকার ৭৫টি জায়গা থেকে ভূগর্ভস্থ জলের নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে পূর্ণবাস্ক ও শিশু-দুই শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা গ্রাফ। দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নিম্ন দামোদর এলাকায়-যেখানে ভূগর্ভস্থ জলে

অ্যান্টিবায়োটিকের ঘনমাত্রা ভয়াবহভাবে বেড়েছে। গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ভূগর্ভস্থ জলে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি বেড়েছে প্রায় ৬৫ শতাংশ। যদি এই বৃদ্ধির হার না কমে, তা



হলে ২০৬০ সালের মধ্যে বৃদ্ধি হতে পারে ২০২ শতাংশ! পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে জল দূষণের সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে এই অ্যান্টিবায়োটিক-দূষণ, যার জেরে ক্যান্সারসহ বহু জটিল রোগ দ্রুত বাড়তে পারে। দূষণের উৎসও চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা। তাঁদের দাবি, পোলটি ফার্মে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু মুরগি নয়-সুয়ারে, ভেড়া, গরুও এর আওতা। পাশাপাশি মানুষের মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের হার

১৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানপত্রিকা এনভিরন জিওকমে হেলথ-এ প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের গবেষণা। এরকম বাবুর কথায়, “ক’য়েকটি হীলকায় এবং খনই ভূগর্ভস্থ জল তোলা বন্ধ করতে হবে। না হলে বিপদ সামাল দেওয়া যাবে না। একইসঙ্গে দরকার উন্নত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট।” দুর্গাপুর এনআইটির গবেষণা তাই স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে-ডিপ টিউবওয়েলের জল নিরাপদ ভাবার দিন শেষ। সময় থাকতে ব্যবস্থা না নিলে সামনে ভয়াবহ সঙ্কট।

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী মহিলা, এসআইআর আতঙ্ক নিয়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাতার, ২৯ নভেম্বরঃ ফের এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যার অভিযোগ। এবার ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের ভাতার। এসআইআর আতঙ্কে এক মহিলা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। মৃতার নাম মন্তরা খাতুন(৪০)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। মহিলার আত্মহত্যার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তৃণমূলই। মন্তরার বাড়ি ভাতারের ভূমশো। গ্রামে। পরিবারের বক্তব্য, এসআইআর ফর্ম পূরণ করা নিয়ে দ্বিধাপ্রস্ত ছিলেন মন্তরা। ফর্ম পূরণ

করতে চাইছিলেন না। আতঙ্কে ছিলেন।গতকাল মন্তরার বড়দি আন্তরা খাতুন বুধিয়ে তাকে ফর্ম ফিলাপ করান। অভিযোগ, এরপরই এসআইআর আতঙ্কে গভীর রাতে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মন্তরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তৃত্বের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার বড়দি আন্তরা খাতুন ও বৌদি সানিা খাতুনের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন মন্তরা। আন্তরা বলেন, “আমরা ফর্ম জমা দিলেও আমার বোন প্রথম থেকে আতঙ্কে ছিল। ওকে বললাম, ফর্ম ফিলাপ না

করলে তো ভোটার তালিকায় নাম থাকবে না। কোনও সরকারি সুযোগ সুবিধা পাবি না। আতঙ্কে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া।” অন্যদিকে মৃতার বৌদি সাব্বিরা বলেন, “রাতে হঠাৎ উঠে দেখি প্রায় সবটা পুড়ে গিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই সব শেষ।” ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান ভাতারের বিধায়ক মানমোহিন্দ অধিকারী। রাজ্যের মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস বলেন, “কমিশনের কাছে জানতে চাই আর কত প্রাণ যাবে? ২ বছরের কাজটা তড়িঘড়ি করে ২ মাসের মধ্যে শেষ করতে গিয়ে প্রায় ৪৫ জন মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। আর কত রক্ত গেলে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন এটা বন্ধ করবে?” তিনি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হতে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ু বলেন, “তৃণমূল প্রথম থেকেই এই প্রকল্পার বিলোপিত করেছে। তারা আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। বিএলও-দের ভয় দেখাচ্ছে। মৃতের পরিবারকেও ভয় দেখাচ্ছে। এসআইআর টিকভাবে হলে ওদের সর্বনাশ হবে, এই ভয়েই তৃণমূল এসব প্রচার করছে।”

ভোটার কার্ড আছে, নাম নেই ভোটার তালিকায়! নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৯ নভেম্বরঃ বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। তার মধ্যেই তৃণমূল নেতার সঙ্গে বা ঘটল আত্মহত্যার বাইরে। জানা যাচ্ছে, ভোটার কার্ড রয়েছে। তা সত্ত্বেও নাম নেই ভোটার তালিকায়। চিন্তায় প্রান্তন তৃণমূল প্রার্থী। বিগত দিনে ভোক্তা তৈরি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে খোঁচা বিজেপি। ঘটনাটি পুরুলিয়ার মানবাজার ১ নম্বর ব্লক এলাকার ঘটনা। সেখানে ধীর পাড়ার বাসিন্দা সুমন্ত ধীর। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়েছেন তিনি। সুমন্তবাবু দাবি করছেন,ভোটার বারি মা এনরনকী তার স্ত্রীর ও ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। অথচ তাঁর নাম নেই ২০২৫ এর ভোটার তালিকায়। তিনি জানিয়েছেন, ২০০৭ সাল থেকে তিনি ভোট দিয়ে আসছেন। এবং ২০১৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনি নিজেই তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তারপরও কেন নাম বাদ গেল তার? এই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

এসআইআর-আতঙ্কে একই বুথে ঘরছাড়া ১৫১! বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাকপুর, ২৯ নভেম্বরঃ এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে চলতে থাকা বিতর্কের মাঝেই নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হল উত্তর বারাকপুর পুরসভায়। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রীপর্ণা রায় ফেসবুকে পোস্ট করে দাবি করেন তাঁর ওয়ার্ডের একটি বুথ থেকে ১৫১ জন হিন্দিভাষী বাসিন্দা নাকি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন কিংবা বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। পোস্টে তিনি তাদেরকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে রোহিঙ্গা ফর্ম শব্দবন্ধ ব্যবহার করে উল্লেখ করেন। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই দানা বাঁধছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। উত্তর বারাকপুরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডটি ইছাপুরের গোয়ালপাড়া, প্রভাসপল্লি ও নেতাজিপল্লি এলাকা নিয়ে গঠিত। গুরুদ্বার-সংলগ্ন অঞ্চলে বহু অবাঙালি হিন্দিভাষী পরিবার বহু বছর ধরে বাস করছেন- যারা শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা কারখানার কর্মী হিসেবে স্থানীয়ভাবে যুক্ত। কাউন্সিলরের দাবি, ওই বছর পরিবারের অনেকে বর্তমানে ওয়ার্ডে নেই- বিহার, ঝাড়খণ্ড বা উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পিতৃভর্তিতে গিয়ে রয়েছেন এবং এসআইআর-সংক্রান্ত আশঙ্কার কারণে ফিরতে চাইছেন না। শ্রীপর্ণা



কেউ কেউ ফর্ম নিয়েছে, কিন্তু ভয়ে জমা দিচ্ছে না যদি ‘দেশে’ নাম দিতে যায়।” এর পাশাপাশি তিনি সংবাদমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর দাবি, “মিডিয়া বর্ডারে ৫০ জন মুসলিম দেখিয়ে শত শত রোহিঙ্গা পালাচ্ছে বলছে! অথচ আমরা ওয়ার্ডের এক বুথেই ১৫১ জন হিন্দিভাষী ‘ফর্ম’ নিতে ভয় পাচ্ছে।” পোস্টের নিচে এক মন্তব্যে

তিনি আরও লিখেছেন “দেশে জমি-সম্পত্তি আগে বাঁচুক। ভয়েই অনেকে ফর্ম জমা দিচ্ছে না।” আরেকটি মন্তব্যে তিনি রাজনৈতিক

ভোটার তালিকায় নাম রেখেছেন এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। ফলে দুটি রাজ্যে নাম থাকা নিয়ে

আলোচনা বাড়াই অনেকেই ভাবছেন বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে জটিলতা তৈরি হতে পারে। এসআইআর নিয়ে এখনও সরকারি কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রকাশ হয়নি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে নাগরিকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, ভোটার তালিকা হালনাগাদ বা পরিচয় যাচাই রীকনি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, গুজবে কান না দিতে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। পুলিশও জানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়ালে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপির অভিযোগ শাসকদলের কাউন্সিলর মিথ্যা দাবি করে অনাবশ্যক আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন এবং ভোটার আগে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা পাণ্টা বলছেন সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কথাই তুলে বলছেন শ্রীপর্ণা, এবং প্রশাসনের উচিত দ্রুত সচেতনতা বাড়ানো। এসআইআর নিয়ে এখনও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। এই পরিস্থিতিতে শ্রীপর্ণা রায়ের দাবি একটি বুথে ১৫১ জন বাসিন্দা এলাকা ছেড়ে রয়েছেন সবচেয়ে কটুতা, তা তামস্ত সাপেক্ষে। তবে তাঁর পোস্ট রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ যে আরও বাড়িয়েছে, তা বলাই যায়।

নিশানাও টানেন “এরা গত ২০১৪ থেকে বিজেপির সরি, মোদির ভোটার।” শ্রীপর্ণার এই মন্তব্য থিরে শাসক এবং বিরোধী উভয় শিবিরেই তর্ক-বিতর্ক তুলে। স্থানীয় সঙ্গে দাবি করা হচ্ছে যাদের নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তাঁদের কেউই অসংবেশকারী না। বরং অভিযোগ উঠেছে, বহু হিন্দিভাষী শ্রমিক বিহার-ঝাড়খণ্ডে তাদের গ্রামের

জালিয়াতির আশঙ্কা তৈরি হতে পারে এই ভেবেই নাকি বহু মানুষ আতঙ্কে ফর্ম নেননি অথবা নিজের নামে নথি জমা দিতে চাইছেন না। স্থানীয়দের একাংশের দাবি এখানকার মানুষ বহু বছর ধরে কারখানায় বা ব্যবসায় যুক্ত। কিন্তু পিতৃভিটের ভোটার তালিকা থেকে কান তুললে সত্যের বলে তাঁদের নাম দু’টি রাজ্যেই রয়ে গেছে। এখন এসআইআর নিয়ে

BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)
IRDAI Reg. No. 113 | CIN - U66010PN2000PLC015329
Regd. Office: Bajaj Insurance House, Airport Road, Yerawada, Pune-411006.
Tel.: 1800-209-5858 Fax: 020-30512246

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that, with effect from **2nd Feb 2026**, our **Beharampore office**(Code - 2418) is relocated to new premises as mentioned here in below:

Old office address	New office address
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.) 3rd Floor K K Banerjee Road, Beharampore, Dist-Murshidabad, West Bengal-742011	BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED (Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.) Ground Floor K K Banerjee Road, Beharampore, Dist-Murshidabad, West Bengal-742011

All policyholders are requested to take note of the new address mentioned herein above and any further correspondence to our above branch office be made only to our new address mentioned herein above.

This notice is issued for the information of all our esteemed policy holders and to the public at large, in public interest.

By order
Chief Executive Officer

For and on behalf of
BAJAJ GENERAL INSURANCE LIMITED
(Formerly known as Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.)

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6091

e-Tender Notice

Memo No: 2581/WS/SD, Dated: 21/11/2025
E-tenders are invited by the undersigned vide this office **Tender Notice No. WB/MAD/C/HCM/WS/NIT16/11e/25 and Tender Id No-2025_MAD_956827_1 to 4** for Supply & Installation 25 H.P. pump set & fiddler pillar & supply 20 H.P. Motor & etc. at different area under 15th F.C Tied Grant within this Municipality. The last date of submission of e-Tender is: **31/12/2025 at 12:00 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtdenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Hooghly-Chinsurah Municipality**

OFFICE OF THE CHAULKURI GRAM PANCHAYAT
SABANG PANCHAYAT SAMITY
UTTAR ERAL, SABANG, PASCHIM MEDINIPUR

On and behalf of Chaulkuri Gram Panchayat, the undersigned invites e-tender from bonafied and resourceful outside Contractor for BEUP & APAS Scheme, For 2 nos NIT works. Details below and for details please visit website **www.wbtdenders.gov.in**

E-TENDER
NOTICE INVITING TENDER

NIT No.	MEMO NO & DATE
WB/PMZP/ISBG/CHANIET-29/2025-26(APASFUND)	1818/CHA/2025-26 DATE: 26/11/2025
WB/PMZP/ISBG/CHANIET 30/2025-26, (BEUP FUND)	1818/CHA/2025-26, DATE: 26/11/2025

Sd/- **Pradhan, Chaulkuri Gram Panchayat**

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. - Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No: WB/MAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT19/11e/25
Memo No: 2649/Eng/S.D, Dated: 28.11.2025
E-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_962808_01-16.** Closing date of Bid submission is **30.12.2025 up to 13.55 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website- **https://wbtdenders.gov.in**
Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Hooghly Chinsurah Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/APAS/041(e)
2025-26 Date: 17/10/2025
3. Tender ID No.-2025_MAD_927841_3 (SL-03).
The Bid Submission Closing date is hereby extended up to 30-12-2025 in place of 29-11-2025. Date Corrigendum 2 published. For Details: **wbtdenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে ভারতীয় বিচারপতি এস মুরলীধরের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ



সংবাদসংস্থা, ২৯ নভেম্বর : ইজরায়েল এবং গাজার মধ্যে চলমান সংঘর্ষ বিশ্বের নজর কেড়েছে। সারা পৃথিবী যখন মানবাধিকার লঙ্ঘন, শরণার্থী সংকট, এবং যুদ্ধাপরাধ নিয়ে উদ্রিগ্ন, তখন রাষ্ট্রসংঘ একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করেছে, যার উদ্দেশ্য হল গাজার প্যালেস্তিনীয় অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘন চিহ্নিত করা এবং এর জন্য দায়ী পক্ষগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই কমিশনের শীর্ষস্থানে রয়েছেন ভারতীয় বিচারপতি এস মুরলীধর, যিনি ওডিশা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিসেবে পরিচিত। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে, গাজা এবং ইজরায়েলের মধ্যে সংঘর্ষের তীব্রতা বাড়ানোর পর, রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন। এই কমিটি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে। মুরলীধরের নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিটি নির্ধারণ করবে যে, গাজার ওপর ইজরায়েলি বাহিনীর আক্রমণ এবং প্যালেস্তাইনিদের হামাসের আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও যুদ্ধকালীন আইনে ভঙ্গ করেছে কিনা। এই কমিশনের কাজ হবে গাজার বর্তমান

পরিস্থিতি এবং উক্ত অঞ্চলে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃত তথ্য তুলে ধরা। এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানানো হবে যে, সেখানে জনগণের উপর কী ধরনের অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটেছে। মুরলীধরের নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিটি একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবে, যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে খুবই গুরুত্ব পাবে এবং বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি এটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে। এই আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটির শীর্ষে একজন ভারতীয় বিচারপতির উপস্থিতি ভারতের জন্য এক বড় গৌরবের বিষয়। এস মুরলীধরের প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবনে বহু সাহসী এবং ঐতিহাসিক রায় তিনি দিয়েছেন। তার সিদ্ধান্তের কারণে দেশের বিচার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রসংঘে একটি এত গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে একজন ভারতীয় বিচারপতি নিয়োগ ভারতের আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই কমিশনে এস মুরলীধরের অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা এবং সঠিক বিচারবোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষের মধ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি নিয়ে চলমান তদন্ত শুধু এই অঞ্চলের মানুষদের জন্যই নয়, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলগুলোতেও এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে।

বিচারপতি মুরলীধরের বিচারিক কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বাধীনতার জন্য তিনি সারা দেশে পরিচিত। তাঁর শাসনকালে ওডিশা হাই কোর্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় তাঁর

এতে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞ আইনজীবী এবং মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ। এর আগে, ব্রাজিলের আইন বিশেষজ্ঞ পাওলো সার্জিও পিনহেইরো কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এই কমিশনের দায়িত্ব শুধু একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নয়, বরং প্রতিটি দেশ এবং সংঘর্ষে মানবাধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ করা। বিচারপতি মুরলীধরের নেতৃত্বে গাজার মানবাধিকার পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন বিশ্বের সামনে আসবে। বিশ্বের বহু দেশ এবং মানবাধিকার সংস্থা গাজার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, বেসামরিক জনগণের ওপর হামলা এবং তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। রাষ্ট্রসংঘের এই কমিশন আশা করে, গাজার বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি রাষ্ট্রগুলোর শ্রদ্ধা বাড়বে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হবে। গাজার চলমান সংঘর্ষ এবং সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে ভারতীয় বিচারপতি এস মুরলীধরের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নিরপেক্ষ বিচারবোধের ভিত্তিতে, আশা করা যায় যে, এই কমিশন প্রকৃত ঘটনা উন্মোচন করতে সক্ষম হবে এবং দাবী পক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে রাষ্ট্রসংঘের এই উদ্যোগ গালা, ইজরায়েল এবং সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পের হানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিষ্ঠ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ

সংবাদসংস্থা, ২৮ নভেম্বরঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। সম্প্রতি, হড়পা বানের পর এবার সুমাত্রা দ্বীপে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেয়েছে। ভূমিকম্পটি আচৈ প্রদেশের কাছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি হয়েছিল। যদিও ভূমিকম্পে সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে, তবুও এটি ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। দেশটির মানুষ বর্তমানে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, যেখানে হড়পা বানের কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ভূমিকম্পের কারণে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, যা প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় বলয়ে অবস্থিত, সবসময়ই ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। এখানে বারবার ভূমিকম্প এবং অগ্নিপাতের ঘটনা ঘটে আসছে। তবে বর্তমানে দেশটি যে ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। বিশেষ করে, হড়পা বশি ঘণ্টানয় ২৫ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু এবং বহু লোকের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভূমিকম্পের ঘটনায় নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ায় দেশটির জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পাচ্ছে। হড়পা বানের ঘটনা ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার জন্য এক বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে উত্তর সুমাত্রায় ভয়াবহ বন্যা এবং কালার স্রোতে বহু মানুষ আটকে পানো। ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহ্যত হয়েছেন। অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলি উপকণ্ডে এগেৎ কাণ্ডা, পাথরের স্রোত বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে পড়ে, যা উদ্ধার কাজকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করেছে। উদ্ধারকারীদের জন্য পরিস্থিতি তাত্ত্ব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কারণ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নদীর

জল আরও বেড়ে যায়, যার ফলে রাস্তাঘাটের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া, বন্য়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুমাত্রার অনেক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। বরং সাক ডেঙে পড়েছে, যার ফলে উদ্ধার কাজের জন্য দরকারী কান বলে মনে কাচ্ছে। কঠিন হয়ে পড়েছে। এতদুর্মোগের মধ্যে, মানুষের জীবন বাচানোর জন্য সরকার এবং সাহায্যকারী সংস্থাগুলি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার চ্যালেঞ্জটি বিপুল।



এরপর, ভূমিকম্পটি ইন্দোনেশিয়ার জন্য আরও একটি বড় উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সুমাত্রা দ্বীপে ৬.৩ মাত্রার এই ভূমিকম্পে বা কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল আচৈ প্রদেশের কাছে, যা ১০ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত ছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ভূমিকম্পের কারণে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, তবে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকেইই আতঙ্কিত হয়ে পানো। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্থানে ভূমিকম্পের প্রবণতা অনেক বেশি। ইংে দানেশিয়ার ভূমিকম্পপ্রবণতা এবং সুনামির আশঙ্কা সব সময় থাকে, বিশেষত সুমাত্রা অঞ্চলে। এখানকার ভূতত্ত্বগত গঠন এমনই যে, প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে একাধিক বড় বড় fault lines রয়েছে, যা ভূমিকম্প এবং অগ্নিপাতের ঝুঁকি তৈরি করে। তবে এই ভূমিকম্পের পর সুনামির কোনও সতর্কতা জারি

করা হয়নি, যেহেতু তা প্রশান্ত মহাসাগরের ভূগর্ভের গভীরে উপর হয়েছিল এবং তা সুমাত্রা থেকে অনেক দূরে ছিল। এমনকি শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই নয়, সিঙ্গাপুরেও একই দিনে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ৪.৮ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি ভারতের মহাসাগরের তলদেশে ১০ কিলোমিটার গভীরে উপর হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও, দেশের সরকার সুনামির কোনো

করা, বিশেষ করে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো এবং দ্রুত সাড়ানোর ব্যবস্থা উন্নত করা। ভূমিকম্পের মতো ঘটনাগুলির জন্য আর্থনিক প্রযুক্তি এবং ইমার্জেন্সি ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, উপকূলবর্তী এলাকায় সুনামি সতর্কতার ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা উচিত, যাতে বিপদ আসলে দ্রুত সতর্কতা জারি করা যায় এবং মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই বিপর্যয় শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নয়, বরং পুরো বিশ্বের জন্য একটি বা সতর্কতা। এই অঞ্চলের ভূগোল এবং আবহাওয়া পরিস্থিতি সব সময়ই অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি সবসময়ই থাকে। কিন্তু, সঠিক প্রস্তুতি এবং সমন্বয়তো পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জীবনের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। তবে, এই দুর্যোগের পরেও ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে সঠিক সময়ে পদক্ষেপ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের জনগণের জন্য এক বড় নিরাপত্তা প্রদান করে তে সক্ষম হবে।ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পের হানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিষ্ঠ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। সম্প্রতি, হপা বানের পর এবার সুমাত্রা দ্বীপে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেয়েছে। ভূমিকম্পটি আচৈ প্রদেশের কাছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে উপতি হয়েছিল। এছাে ভূমিকম্পে সুনামির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে, তবুও এটি ইন্দোনেশিয়ার পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। দেশটির মানুষ বর্তমানে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, যেখানে হাপা বানের কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ভূমিকম্পের কারণে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু বামদেদের

কোচবিহার ২৯ নভেম্বরঃ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে শনিবার কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ শহরের দেল খেলার মাঠ থেকে বাংলা বাঁচাও যাত্রা শুরু করলো সিপিআইএম। শনিবার এই বাংলা বাঁচাও যাত্রা কর্মসূচি সূচনা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। শনিবার কোচবিহার জেলার তুফনগঞ্জ শহরের দোলেদালা মাঠে দীর্ঘদিন পর সিপিআইএমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবাই বক্তব্য রাখেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতারা। সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য



বিভিন্ন এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে। যারা আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে যে সমস্ত মানুষের পাট্টা দিয়েছিলেন সেই সমস্ত পাত্রা পুনরায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জমি ফিরিয়ে আনতেই আমরা

আবারো ময়দানে নেমেছি। তিনি আরো বলেন - আমাদের এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের সঙ্গে সঙ্গে

সিপিআইএমের মহিলা নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী সভা থেকেই রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা শনিবারের তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম বলেন - একাধিক ইস্যুতে আমাদের এই বাংলা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হলো। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সভা হবে। তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে সারিল হয়েছে তা আপনারা নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। এস আই আর প্রসঙ্গে তিনি বলেন - তৃণমূল কংগ্রেস অস্থিগ্যাক এবং ভূমিকম্পের সঙ্গে ফিরে আসতেই তারা ভয় পাচ্ছে। অপরদিকে

শুভেন্দুর সভা ঘিরে বচসা পুলিশের সাথে .. সভা থেকে কটাক্ষ রাজ্যের শাসক দলকে

কোচবিহার ২৯ নভেম্বরঃ পূর্বযুগিত কর্মসূচি অনুযায়ী কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা সভা ও পরিবর্তন সংকল্প যাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সকাল থেকে। প্রথমে এই সভা করার অনুমতি দেয়নি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন

আদালতের অনুমতিতে সভা করার অনুমতি পায় বিরোধী দলনেতা। শনিবার সকালে মেখলিগঞ্জে সভা করার ট্রাক রাখাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে বাক বিতস্তা বিজেপি নেতা দধিরাম রায়। শনিবার চ্যাংড়াবান্ধায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচিতে উপলক্ষে একটি ট্রাককে সভাবমঞ্চ তৈরি করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। আর সেই ট্রাকটি রাখাকে কেন্দ্র করে মেখলিগঞ্জ থানার ওসির সাথে এবং কর্মীর বর্ন সংকল্প যাত্রা করেন। প্রচুর ট্রাক সমর্থক ছিল এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায়। পরবর্তীতে সভা গড়াইয়ের সাথে বাক বিতস্তা জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা দধিরাম রায়। পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রাকটিকে সরানোর কথা বলা হয়। সেই সময় বিজেপি নেতা সরাসরি পুলিশকে বলেন ট্রাকটি সেখানেই থাকবে সরানো হবে না বলে জানিয়ে দেন আর তা নিয়েই শুরু হয় তুমুল বচসা। পরবর্তী পুলিশের পক্ষ থেকে ট্রাকে তৈরি মঞ্চ খুলতে যাওয়ার কথা জানাতেই উত্তেজিত

হয়ে পড়ে এলাকা এবং স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। যদিও শেষ পর্যন্ত সেই কর্মসূচি উপলক্ষে রাখা ট্রাক থেকেই বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা। শনিবার বিকালে তিনি চ্যাংড়াবান্ধা পৌঁছানোর পর চ্যাংরাবান্ধা পেট্রোল পাম্প থেকে



চ্যাংড়াবান্ধা ভিআইপি মোড় পর্যন্ত পরিবর্ন সংকল্প যাত্রা করেন। প্রচুর কর্মী সমর্থক ছিল এই পরিবর্তন সংকল্প যাত্রায়। পরবর্তীতে সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রীতিমতো শাসক দলকে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন - এ সরকার নারী নির্ঘাতন করে। তিনি বলেন সর্বত্র নারী নির্ঘাতন চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ তাই এই রাজ্যে কন্যা সুরক্ষিত না। নারীর সম্মানের জন্য কন্যা সুরক্ষার জন্য এই সরকারকে ভোটের মাধ্যমে তাড়াতে হবে। পরিবর্তন কেন

দরকার কারণ এই সরকার রতন টাটাকে তাড়িয়েছে। এনার আমলে ৬৮৮৮ শিল্প বন্ধ হয়েছে। তিনি আরো বলেন স্থানীয় বিধায়ক পরেশ অধিকারী চোর তার জন্য ১০ হাজার চাকরি গেছে কেন চ্যাংড়াবান্ধা ডেভলপমেন্ট অথরিটি

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এই জায়গা থেকে। এস আই আর প্রসঙ্গে তিনি বলেন - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এস আই আর এর কাজে বাধা দিচ্ছে কারণ তিনি ফেক ভোট দিয়ে মুখামন্ত্রী হয়েছেন। তিনি লুটের ভোটে মুখামন্ত্রী। তিনি আরো বলেন মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের মুখামন্ত্রী। এই কারণেই তিনি রোহিঙ্গাদের এই রাজ্যে

রাখতে চান তাই এস আই আর এর বিরোধিতা। পাশাপাশি শনিবার সকালের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে সমস্ত টাট টাটা পুলিশ রয়েছেন আগামী ২৬ শে নবীর্বারের পর তারা তৈরি থাকুন। সরাসরিভাবে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইকে ঝাঁষার দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন - কোচবিহার আলিপুর পুলিশের গড় আর তাই থাকবে তার জন্য যা করার তাই করা হবে ভোট হবে। যদিও বিরোধী দল তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে লাইভ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে



গোরখপুর, ২৯ নভেম্বরঃ সকল বয়সের মানুষের সজ্জনালী প্রতিভার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রশাসন ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অভিতোরিয়ামে তিন ঘণ্টার লাইভ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ত্রিশজন অংশগ্রহণকারী উৎসাহের সাথে লাইভ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় রেলওয়ে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের চিত্রকর্মের মাধ্যমে রেলওয়ে উন্নয়ন যাত্রা, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং রেলওয়েতে পরিষে সুরক্ষা চিত্রিত করেছিলেন। প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা, শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং, সকল অংশগ্রহণকারীদের স্মারক উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।এই উপলক্ষে, প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং বলেন যে এই লাইভ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল মানুষের মধ্যে লুকানো প্রতিভাকে বিকশিত করা এবং তাদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা এবং তাদের উৎসাহিত করা যাতে তাদের শিল্প ও প্রতিভা একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাতে পারে। রঙের মাধ্যমে কল্পনা প্রকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ০৪ বছর থেকে ৩০ বছর বয়সী মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জয়সলমীর-দিল্লি রেল পরিষেবার বিশেষ ট্রেনের সূচনা করেছেন



নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বরঃ জনসাধারণের অনুভূতির কথা বিবেচনা করে, শ্রী বৈষ্ণব ঘোষণা করেছেন যে জয়সলমীর-দিল্লি (শাকুর বস্তি) এক্সপ্রেসের নামকরণ করা হবে স্বর্ণ নগরী এক্সপ্রেস। জয়সলমীর-দিল্লি (শাকুর বস্তি) জয়লমীর এক্সপ্রেস চালু হওয়ার ফলে জাতীয় রাজধানী এবং রাজস্থানের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রেল যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। রামদেবরা, যোধপুর, মাকানা, জযপুর এবং আলওয়ারের মতো শহরগুলি এখন আরও সহজে এবং সুবিধাজনকভাবে জাতীয় রাজধানীর সাথে সংযুক্ত হবে। নতুন পরিষেবাটি উন্নত চিকিৎসা ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা সহজে সরবরাহ করবে, প্রধান পটনি কেন্দ্রগুলির সাথে সংযোগ উন্নত করবে এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করবে। একটি নির্ভরযোগ্য এবং সুবিধাজনক ভ্রমণ বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে, ট্রেনটি বাসিন্দা, পর্যটক, শিক্ষার্থী এবং ব্যবসা উভয়কেই উপকৃত করবে, আঞ্চলিক গতিশীলতা এবং উন্নয়নকে শক্তিশালী করবে। শ্রী বৈষ্ণব তার ভাষণে বলেন যে ভারতীয় রেল দ্রুত অগ্রগতি করছে এবং প্রতিদিন নতুন মাইলখণ্ডের স্থাপন করছে। তিনি বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায়, ভারতীয় রেল তার চন্দ্রয়নমূলক যাত্রাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে রাজস্থানের জেলা উন্নয়নের জন্য অভূতপূর্ব কাজ করা হয়েছে, যার মধ্যে গ্রাম হ ৫৫,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, অনুপগড় থেকে খাঞ্জওয়ালা, বিকানের, জয়সলমীর, বারমের এবং ভাভার পর্যন্ত একটি নতুন লাইনের প্রস্তাব বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এই লাইনগুলির নির্মাণ কেন্দ্র সাধারণ জনগণের জন্যই উপকারী হবে না বরং সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলগত সহায়তায়গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে নতুন এটিভিএম ইনস্টলেশন

মালিগাঁও, ২৯নভেম্বরঃ ডিজিটাল রূপান্তর এবং যাত্রী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতির সাথে অনুরূপ, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ২১টি এনোম্যাটিক চিকিট ডেভিসেশন (এটিভিএম) সফল ভাবে চালু করেছে। ১৭ নভেম্বর ২০২৫ থেকে সমস্ত এটিভিএম সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়েছে, যা এই অঞ্চলে অসংরক্ষিত চালু পরিষেবার আধুনিকীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটিভিএম টিকিট গ্রহণ লক্ষ্য ডিজিটাল টিকিটকে প্রোসারিত করা, আনারিজার্ড টিকিটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারে ভিড কম করা এবং যাত্রীদের নিরবধি, ক্যাপলেস ইন্টারফেসের মাধ্যমে দ্রুত অসংরক্ষিত ভ্রমণ টিকিট এবং প্ল্যাটফর্ম টিকিট পেতে সাহায্য করা। স্মার্টকার্ড ব্যবহারের সুবিধার মাধ্যমে, যাত্রীরা এখন দ্রুত টিকিট পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন, বিশেষ করে পিক ট্র্যাভেল সময়গুলিতে, যার ফলে প্রচলিত বুকিং কাউন্টারে অপেক্ষার সময় কমবে। নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে এটিভিএম ইনস্টল করা হয়েছে, নিউকোচবিহার,নিউআলিপুরদুয়ার, কোকারঝাড়া, আলিপুরদুয়ারজংশন, নিউমালজংশন, হাসিমাারা, দিনহাটা, দলগাঁও, ফকিরগ্রামজংশন, জলপাইগুড়িরোড, ধুবড়ী, গোসাইগাঁও হাট, বামনহাট, ধূপগুড়ী এবং ফালাকাটা। এইমেশিন গুলি চালু হওয়ার সাথে-সাথে ম্যাবাল টিকিট কেনার পরিবর্তে ইউভার-ক্রেডেন্টি ডিজিটাল বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে যাত্রীদের সুবিধা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এইউন্নয়নের মাধ্যমে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত, দক্ষ এবং যাত্রী-বান্ধব স্টেশন পরিষেব তৈরির লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টাকে আরও মজবুত করে নেবে। উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে উদ্ধাবনী ডিজিটাল সমাধান প্রবর্তন এবং এই অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

Name Change
 I. Binod Keshari S/O Bijay Keshari residing at 172, Rabindra Sarani, P.S. Jorasanko, District- Kolkata, West Bengal, Kolkata- 700007, have change my name and shall henceforth be known as Binod Kumar Keshari as declared before 1st Class Judicial Magistrate Alipore Court District Kolkata West Bengal vide Affidavit No. 19237 Dated- 28/11-2025 Binod keshari and Binod Kumar Keshari both are same and identical Person.
Name Change
 I, SADHANDHARA(Old Name) S/o Amar Dhara residing at Vill. Duddhalmi, P.O. Jangalpara Bqzar, P.S.-Chandilala, Dist. Hooghly- 712701, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as HARISADHAN DHARA(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Chinsur Sadar, Hooghly vide affidavit No. 14157 dated 25/11/2025. SAD- HANDHARA and HARISADHAN DHARA both are same and one identical person.
Name Change
 I, AMARUL SK (old name) S/O-SHER ALI SK residing at SHIBPUR PO-JALALPUR P.S- BELDANGA DISTRICTSHRIDHABD PIN-742189 , West Bengal do hereby declare that .I have changed my name from (old name)AMARUL SK to (new name)ANARUL SK and I shall be henceforth be known as (new name) ANARUL SKin all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Domkol court dated on 29/11/2025. (Newname) ANARUL SK and (old name) AMARUL SK both name are same and one identical person.
নাম পরিবর্তন
 আমি আবদুল রাশিদ (পুরাতন নাম) পিতা নূত ABU Najmal Ashad Vill-Gar Mandaran, P.O-Mandaran, P.S. Goghat, মেলা-হুগলী প ও বং পিন-৭১২৬১২ স্বর্যী বাসিন্দা। এন্ট্রিকিউটিভ মাজিস্ট্রেট সারদাগঞ্জ হাঙ্গলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা MD Abdul Rashid (নতুন নাম) (পরিবর্তন ইলান। ডাট ২৮.১১.২০২৫ তারিখ (SL-NO 15399) এফিডেভিট বলে Abdul Rashid (পুরাতন নাম) এবং MD Abdul Rashid (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হবেন।

সূচিকিৎসা মাসিক পত্রিকা

ব্রীজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে কোলাঘাটে বোরো চাষ নিয়ে চাষীরা ধম্কে



কোলাঘাট, ২৯ নভেম্বর : ব্রীজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে কোলাঘাটে আগামী বোরো চাষ নিয়ে চাষীরা ধম্কে । এ ব্যাপারে আজ রিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক। বৈঠকে জোয়ার জলকে ভিত্তি করে বোরো চাষ করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহন। সভায় বন্যা প্রতিরোধ

কমিটির কোন প্রতিনিধিকে না ডাকায ক্ষোভ। রূপনারায়ণ থেকে মাত্র ১০-১২ কিলোমিটার দূরে কোলাঘাট ব্লক এলাকা হলেও প্রতিভ্রমণ একদিকে বর্ষার সময় জলনিকাশীর অভাবে,অন্যদিকে বোরো মরশুমে পর্যাপ্ত জোয়ার জল না পাওয়ার কারণে কৃষকেরা ভীষনভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। ব্লকের সোয়াদিধী ও দেহাটি এই দুটি বড় খাল দিয়ে মূলত বেশিরভাগ এলাকার বর্ষার জল নিকাশী হয় ও বোরো চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জোয়ার জল প্রবেশ করে থাকে। ওই বড় খালগুলির সাথে যুক্ত রয়েছে-জঁফুলি-কামিনা-জয়গোপাল-টোপা-টোপা ড্রেনেজ-দেনানা-গাজই প্রভৃতি শাখা খাল। কিন্তু ওই বড় ও শাখা খালগুলির বেশিরভাগই দীর্ঘদিনে সংস্কার না হওয়ায় কারণে এলাকার জলনিকাশী ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে বলে কৃষকদের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে সর্বব বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি কমিটির যুখ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করে বলেন,গত ২০২৪ সালে বর্ষার সময় কংসাবতীর নদীবাঁধ ভেঙে বিধ্বস্ত বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্লকের বিপরী অংশে আমন চাষ হয়নি। এরপর টোপা-ড্রেনেজ ও জঁফুলি নামে দুটি ছোট শাখাখাল সংস্কার এবং খালের মধ্যে কয়েকটি স্থানে ব্রীজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে বোরো চাষ হয়নি। আরো পরে গত ২০২৫ সালের বর্ষায় জলবায়ুর কারণে ওই এলাকাগুলিতে আমন চাষও হয়নি। এখন পরিস্থিতিতে গত ১৮ নভেম্বর কমিটির কোলাঘাট ব্লক শাখার পক্ষ থেকে রিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিতে যে স্মারকপত্র নিয়ে দ্রুত সেচ দপ্তরের পক্ষকূড়া- ১ ও ২ সাব ডিভিশনে এস ডি ও রের উপস্থিতিতে বন্যা প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে আসন্ন বোরো চাষ ক্ষতিগ্রস্ত না করে খাল সংস্কার ও ব্রীজ নির্মাণ সম্পর্কিত বিষয়ে বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ওই পরিপেক্ষিতে কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আজ সংশ্লিষ্ট সর্বাধিকার নিয়ে একটি বৈঠক আয়োজন করলেও বন্যা- ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির কোন প্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,গত বর্ষার পূর্বে মূল সোয়াদিধী সহ দেনান,টোপা ড্রেনেজ খাল সংস্কারের কাজ শুরু হলেও কোলাঘাট ব্লকে খুব সামান্য অংশই সংস্কার হয়েছে। বাকি খালগুলির সংস্কার কাজ শুরুই হয়নি। অন্যদিকে দেহাটা খালে সাহাপুর,বদাদাবাড়,দিগলাবা। এবং টোপা ড্রেনেজ খালে পরনান্দপুরের যোগীদহ,উত্তর জিএদায়া বীজ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও কাজের গতি খুবই নৃথ। বাকী ডেউলিয়া,চাপড়া প্রভৃতি স্থানে ব্রীজের কাজ এখনো শুরুই হয়নি। বন্যা প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাব ছিল-এখনই খাল সংস্কার ও ব্রীজের কাজ শুরু করে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কাজ করা হোক। এরপর এপ্রিল মাসের শুরু থেকে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত পুরোদমে কাজ করে খাল সংস্কারের প্রকল্প কাজ শেষ করা হোক। কিন্তু আজকের সভায় জোয়ার জলকে ভিত্তি করে আসন্ন বোরো মরশুমে চাষ করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণাবাু জানান আমরা শীঘ্রই এ ব্যাপারে কৃষকদের সভা ডেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।

আপাতত স্থগিত থাকল বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকান তোলার ডেডলাইন

২৯ নভেম্বর : আপাতত স্থগিত থাকল ওড়িশার চন্দনেশ্বর থেকে বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকান তুলে নেওয়ার ডেডলাইন। দিঘায় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজের জেরে দোকান উচ্ছেদ নিয়ে গত কয়েক দিনে সীমান্ত লোক উত্তেজনা বাড়ছিল। দিঘা থেকে ওড়িশা বর্তার পর্যন্ত রাস্তা ওড়ড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাংলার মতো ওড়িশার বহু দোকানদারও সমস্যায় পড়েন। এই পরিস্থিতিতেই অভিযোগ ওঠে-বাংলার কিছু লোক নাকি ওড়িশার ব্যবসায়ীদের দিঘায় দোকান তুলতে বলেছে। অভিযোগ ছড়াতেই চন্দনেশ্বরের ব্যবসায়ী সমাজের একাংশ বাঙালিদের তিন দিনের ডেডলাইন দেয়, যা নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়। চন্দনেশ্বর মন্দির এলাকা বহু বছর ধরেই বাঙালি ও ওড়িশার ব্যবসায়ীদের যৌথ এলাকা। মাত্র ছয় কিলোমিটারের দূরত্বে থাকা দুই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। হঠাৎ করে ডেডলাইন ঘোষণায় দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ীরা ভীষণ উদ্রিগ্ন হয়ে পড়েন-কোথায় যাবেন, কীভাবে আবার নতুন করে দোকান করবেন, সেই চিন্তাই ব্যাভূতে থাকে। একই সঙ্গে দিঘায় উচ্ছেদ হওয়া ওড়িশার দোকানদাররাও অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিলেন। উত্তেজনা কমাতে দুই রাজ্যের পরায়াতে প্রতিনিধি ও প্রশাসন জরুরি বৈঠকে বসে। দীর্ঘ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয়-চন্দনেশ্বরের বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকান তোলার ডেডলাইন আপাতত স্থগিত থাকবে। পাশাপাশি দিঘায় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে যাদের দোকান ভেঙে গেছে, সেই ওড়িশার দোকানদারদের অন্যত্র দোকান বানানোর ব্যবস্থা করবে বাংলা প্রশাসন। এতে দুই পক্ষের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি দূর হয় এবং পরিস্থ

বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীর খুন হওয়া নিয়ে উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ২৯ নভেম্বর (হি. স.)ঃ ভর সন্ধ্যায় বহরমপুরে খুন হয়ে গেলেন তৃণমূল কর্মী। বাড়ির সামনে এসে দুক্তীরা তাকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত করে। এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাকে বাঁচানো যায়নি। এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অভিযুক্তদের কাউকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানা এলাকার হরিহরপাড়া সংলগ্ন কুমারদহ ঘাটের ঘটনা। নিহতের নাম হায়াতুল্লাহ শেখ (৪৮-)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। অতর্কিতে কয়েক জন দুক্তী এসে হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক বার কোপানো হয় হায়াতুল্লাহকে। তার পর দুক্তীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় হায়াতুল্লাহকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হায়াতুল্লাহ ছিলেন বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডলের শ্যালক। আইজুদ্দিনের অভিযোগ, কংগ্রেস আশ্রিত দুক্তীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাঁর কথায়, ‘ ওই এলাকার দক্ষ সংগঠক ছিল। কংগ্রেস আশ্রিত দুক্তীরা এটা করেছে। বিধানসভা ভোটের আগে ওরা সন্তানদের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।’’ তবে কংগ্রেস শিবির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের পাল্টা দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোষদের বলি হয়েছেন হায়াতুল্লাহ। কংগ্রেস নেতা জয়ন্ত দাস বলেন, ‘ মতো আখেরের ভাগ্যভাগি নিয়ে গোটা রাজ্যেই তৃণমূল কর্মীরা খুন হচ্ছে। এর নেপথ্যে তাদের গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের লড়াই এবং শাসকদলের সুবিধা নিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের গল্প রয়েছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবে।’’ ইতিমধ্যে বহরমপুর থানায় পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুক্তীদের খোঁজে তল্লাশি চলাছে।

বোলপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় ফের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বোলপুর, ২৯ নভেম্বর : বোলপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় ফের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে না থাকার সুযোগে দীর্ঘদিন ধরে রজত সরকার পাশের গ্রামের এক যুবক ওই নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতন চালাতেন। মুখ খুললে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় বলে জানিয়েছে নাবালিকা। কয়েকদিন আগে ওই নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিষয়টি পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। এরপরই পরিবারের তরফে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে শোকম দাস নামে এলাকার এক বাসিন্দা জানান, নাবালিকার পরিবার ভয় পেয়ে প্রথমে কাউকে কিছু বলতে পারেনি। পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে পরিবারের সঙ্গে গিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে সাহায্য করেন তিনি। শনিবার নাবালিকাকে বোলপুর আদালতে তোলা হয়।

বিধায়কের বিরুদ্ধে কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা, হুমকি দেওয়ার অভিযোগ মহিলা বি এম ও এইচ-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা,আমতা,২৯ নভেম্বর : সরকারি হাসপাতালে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্বারত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর একগুচ্ছ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছিল আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার পর। এরপর ও স্বাস্থ্য দফতরের এক মহিলা বি এম ও এইচ (

ব্লক মেডিক্যাল হেল্থ অফিসার) কে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী নেতা তথা উল্বেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক , আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল এর রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান চিকিসক নির্মল মাজি – র বিরুদ্ধে নানানভাবে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। বি এম ও এইচ অভিযোগ করে বলেন, ‘ কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা, অপমান, জোর করে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা,দুর্ব্যবহার, সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ, হুমকি দেওয়া হচ্ছে।এই অবস্থায় নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা চেয়ে সি এম ও এইচ, জেলা শাসক, রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। সেই সাথে তার সঙ্গে বিধায়কের অশালীন আচরণ, অশালীন মন্তব্য, কটুক্তির কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।বি এম ও এইচ বিধায়কের বিরুদ্ধে গত সেপ্টেম্বর মাসে অভিযোগ জানালে ও এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দফতর বিধায়ক তথা আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল এর রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান চিকিৎসক নির্মল মাজি – র বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। গ্রামিণ হাওড়া জেলার আমতা ১ নং ব্লকের অন্তর্গত আমতা গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক মেডিক্যাল হেল্থ অফিসার (বি এম ও এইচ) পায়েল বিশ্বাস অভিযোগের সূত্রে বলেন, ‘ উল্বেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক তথা আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল এর রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান চিকিসক নির্মল মাজি – র বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আমি সি এম ও এইচ, হাওড়া জেলা শাসক, রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব কে লিখিতভাবে জানিয়েছি ’ । অপরদিকে চিকিৎসক নির্মল মাজি বি এম ও এইচ এর করা অভিযোগ সম্পূর্ণ নংসা করে দিয়ে বি এম ও এইচ এর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছেন। গত মার্চ মাসে পায়েল বিশ্বাস আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে বদলি হয়ে আসেন। পায়েল বিশ্বাস বলেন, আমি বদলি হয়ে আসার আগে থেকেই বদলি হয়ে আসার পর, হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণেরপর পর থেকে বিধায়ক তথা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান চিকিৎসক নির্মল মাজি আমার সরকারি কাজে নাক গলাচ্ছেন, কাজে হস্তক্ষেপ করছেন, সময়ে – অসময়ে নানান হুমকি দিচ্ছেন। ওনার বিরুদ্ধে আমার সব থেকে বড় অভিযোগ আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন। ওনার এহেন ব্যবহারে প্রতিবাদ করায় আমাকে সরকারি ঠেঁকে খোদা দিতে দিচ্ছেন না। ‘ ফিল্ড ভিজিট ‘, ‘ রিভিউ বৈঠক ‘, ‘ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যেতে বাধা দিচ্ছেন। বিধায়ক তথা আমতা গ্রামীণ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান চিকিৎসক নির্মল মাজি – র জন্য হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বমাক্ষে আমাকে অশালীন মন্তব্য করে বদলি করার হুমকিও দিচ্ছেন। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটুক্তি,কটক্ক মক্কাচ্ছে । বি এম ও এইচ পায়েল বিশ্বাস অভিযোগের সূত্রে বলেন, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা



করতে দিচ্ছেন না । তিনি অভিযোগের সূরে আরও বলেন, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বিধায়ক চিকিসক নির্মল মাজি তার পরিচিতদের হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে নানান পরীক্ষা, ঔষদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন। অথচ সে সব রোগীরা আদৌ হাসপাতালে ভর্তিই হয় নি। একদিন আমাকে সারারাত হাসপাতালে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ওনার পরিচিত এক মুমূর্ষু রোগী আসছে বলে। প্রাইই নানান রকম কটুক্তি, অকথা ভাষায় গালিগালাজ, অকথা মন্তব্য করেন। এইসবের প্রতিবাদ করলে তিনি সসমক্ষে আমাকে হাসপাতাল থেকে লাথ মেরে বের করে দেওয়ার ও হুমকি দিচ্ছেন। হাসপাতালে আমার থাকার কোয়ার্টার আছে।ওনার এই অনৈতিক ব্যবহার-আচরণের, অকথা মন্তব্য,অন্যান্য আবাদার এর জন্য আমার ও আমার সন্তানের নিরাপত্তা কারণে আমি কেয়ারটারে না থেকে প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছি।ওনার জন্যই আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল কর্ণত চিকিসা পরিষেবা হীনতায় ডুগছে। আমি ও নিরাপত্তা হীনতায় ডুগছি। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোেনে এবং হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত কে গত ১৬ জি সেপ্টেম্বর ২০২৫ সমস্ত বিষয় অবগত করে , নিজে এবং ওনি সন্তান নিরাপত্তা হীনতায় ডুগছে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন বি এম ও এইচ পায়েল বিশ্বাস। সেই সঙ্গে তিনি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি নিজের এবং তার সন্তানের রোগপাতা চান। আইনানুসারে কর্মক্ষেত্রে কোমোেকরক শারীরিক, মানসিক,যৌন নির্যাতন, হেনস্তার অভিযোগ হলে তৎক্ষণা আইনত হস্তক্ষেপ বাধ্যতামূলক। সেখানে ২

৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর সিউড়ির পুকুরে যুবকের দেহ! নেশার ঘোরে তর্কাতর্কিতে বন্ধুর হাতে খুন?

নিজস্ব সংবাদদাতা,বীরভূম,২৯ নভেম্বর : সিউড়ির কড়িধ্যা এলাকায় তিন দিন ধরে নিখোঁজ



থাকার পর আচমকই একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। আর সেই ঘটনার সূত্র ধরেই প্রকাশ্যে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য-একই এলাকার বাসিন্দা, যাকে এতদিন বন্ধু বলেই জানতেন, সেই মনোজি হাজরার হাতেই নাকি খুন হন ২৬ বছরের বিক্রম অঙ্কুর। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তর্কাতর্কির জেরে ঘটে যায় এই ভয়াবহ ঘটনা, এমনটাই দাবি পুলিশের। গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, সঙ্গে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী ও মূরেের পরিবার। পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বিক্রম। বাড়ির কাউকে তিনি বিশেষ কিছু জানাননি। স্বাভাবিক ধারণা ছিল, হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও বেরিয়েছেন। কিন্তু রাত গড়িয়ে গেলেও, পরদিন সকাল এলেও তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন পরিচিতজন, বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিতে শুরু করেন। তখনও কোনও সূত্র মিলল না। বৃহস্পতিবার বাধ্য হয়েই সিউড়ি থানায় মিসিং

যাচ্ছে, তাঁর বহিকেরও সন্ধান মিলছে না। নিখোঁজের পর থেকেই গোটা এলাকায় শুরু হয় উল্লেখ। মিসিং ডায়েরির পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। আশেপাশের মিসিটিডি ফুটেজ, ফোন ট্র্যাকিং-সব কিছুই যাচাই করা হয়। এরপরই উঠে আসে গ্রামেরই এক যুবকের নাম-মনোজি হাজরা। তার গতিরুদ্ধ পথ হয় বিক্রমের বাইক উদ্ধার হওয়ায়। গ্রামের একটি কোণায় লুকানো অবস্থায় বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ। বাইক উদ্ধারের পরই মনোজিকে আটক করা হয়। পুলিশ জেরায় প্রথমে গা বাঁচানোর চেষ্টা করলেও কঠোর জোরার মুখে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে সে। এরপর মিলল বিক্রমের মোবাইলও, যা মনোজিহের কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজি জেরায় স্বীকার করেছে ঘটনার দিন রাতে দৃ’জনেই নেশাগ্রস্ত ছিলেন। দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। তাগপরই কোনও এক অজানা কারণে তর্কাতর্কি শুরু হয় তাদের মধ্যে। পুলিশের দাবি, বিবাদের সময়

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মনোজি। তর্কের মাঝেই বিক্রমকে ধাক্কা দিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দেয়। নেশার ঘোরে থাকা দু’জনের কেউই তখন নিজেদের ঠিকমতো সামলাতে পারেনি। পুকুরে পড়ে জ্ঞান হারান বিক্রম, আর মনোজি সেখানেই তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে স্বীকার করেছে। এরপর নিজের অপরাধ ঢাকতে বিক্রমের মোবাইল ও বাইক লুকিয়ে ফেলেছিল ধৃত। কিন্তু ঘটনাটি আডাল করতে ব্যর্থ হয় সে। মনোজিতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। গ্রামগঞ্জ জুড়ে তখন উত্তেজনা তুঙ্গে। স্থানীয়ারা ঘটনাস্থলে ভিড় করতে থাকেন। কিছু সময়ের চেষ্টার পর পুকুরের জলের তলা থেকে তেঁসে ওঠে বিক্রমের নিখর দেহ। দেহ বর্ণনার পর গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। পরিবারে কান্নার ঝোল ওঠে। সেই সঙ্গে ক্ষোভও বাড়তে থাকে। এলাকার মানুষ দাবি তোলেন- এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের কঠোরতম শাস্তি হোক। বিক্রমের পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়লেও তাঁরা ম্পষ্ট বলেছেন, যে এমন জঘন্য ভাবে বন্ধুকে খুন করতে পারে, তার সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত। নেশার অজুহাত কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে পুলিশ ইতিমধ্যেই মনোজিতের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে। তদন্ত আরও বিস্তৃত হবে বলে জানিয়েছে তারা।এই ঘটনার পর আবারও সামনে এল এক কঠিন সত্য-নেশার প্রভাবে বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, সবই মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। আর সেই ভুল সিদ্ধান্ত কখনও কখনও কোে নিতে পারে একটি নির্বোধ প্রাণ। সিউড়ির কড়িধ্যা এখন অপেক্ষা করছে-বিক্রমের জন্য কি ন্যায় মিলবে?

সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে চুন উৎপাদন করেও লাভের মুখ দেখেন না তামলি সম্প্রদায়ের মানুষরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাদিঘাট এলাকায় দীর্ঘ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রাকৃতিক উপায়ে বিনুন্ক থেকে চুন উৎপাদন করে আসছেন তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা। মূলত চুন তৈরি করেই তাঁদের রুজিরোজগার হয় । কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে চুন উৎপাদন করেও লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না উৎপাদকরা । বছরভর চুন উৎপাদন করতে গিয়ে একদিকে যেমন অকৃত পরিশ্রম করতে হয় । তেমনি দিন দিন খরচের বহরও বেড়েই চলেছে । ফলে লাভ তো দূর



রাখেন। ফলে বিনুন্ক কেনা ও পরিবহনের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা খরচা হয়। চুন তৈরির জন্য ২৪ ঘঃ টা ধরে বড় বড় উঁচুনে পোড়ানো হয় িনুন্কের খোলা। বিনুন্কের খোল পুঁে চুন তৈরি হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তাকে জল দিয়ে রেখে তিন ঘন্টা যোলাতে হয়। ওই চুন যোলা জল ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকা হয়। তাকে ফের জল দিয়ে রেখে তিন ঘন্টা যোলাতে হয়। শেষে কাপড়ে ছেঁকে রাখার পর চুন সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেটিকে তাঁরা প্যাকেট বন্দি করে গ্রামেগঞ্জে হাটসেজারে বিক্রি করেন। মজুত করে রাখা হয়েছে বিনুন্কের খোসা। সঞ্ছ তামলি নামে এক চুন প্রস্তুতকারী জানান,চুন বিক্রি করে সর্বসাকুলো মাসিক ১৫-২০ হাজার

টাকা আয় হয়। কিন্তু বিনুন্ক সংগ্রহ করতেই সেই টাকা চলে যায়। ফলে পরিবারের অভাব আর যায় না। সারা বছর ধরে টেনেটেনে সংসার চালাতে হয়.। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এই চুন শুধুমাত্র পানে খাওয়ার জন্য বিক্রি হয় । কিন্তু বর্তমানে পাথরের চুন বাজারে চলে আসায় তামলি পরিবারগুলির ব্যবসা মার খেয়েছে । সরকারি সহযোগিতা না থাকার ফলে তাদের লক্ষ্যী ভাঁড়ে টান পড়েছে। তাই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে চুন উৎপাদনের এই ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে সরকারি সাহায্যের কর্ণন আর্জি জানিয়েছেন কাদিঘাটের তামলি সম্প্রদায়ের ৫ পরিবারের সদস্যরা। তারা সরকারির সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছেন ।

বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় এসসি-ওবিসি সেলের নতুন সভাপতি অসিত হালদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের ‘পাখির চোখে’ ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে সাংগঠনিক রগবদল ত্বরান্বিত হয়েছে।

এরই অংশ হিসেবে বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় এসসি ও ওবিসি সেলের সভাপতি পদে নতুন মুখ হিসেবে অসিত হালদার নিযুক্ত হয়েছেন। এই জেলায় প্রচুর সংখ্যক এসসি, ওবিসি বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের বাসিন্দা রয়েছে বলে এই নিয়োগের গুরুত্ব বেশি। অসিত হালদার এর আগে দলের নমঃশূর ও উদ্বাস্ত সেলের সভাপতি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। তার দক্ষতা ও কাজের খতিয়ান দেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস তাকে এসসি-ওবিসি সেলের দায়িত্বে নিয়োগ করেছে। বারাসাতে নমঃশূর লোকসংস্কৃতি উৎসবে তার সফল তত্ত্বাবধানও এই নিয়োগের পটভূমি তৈরি করেছে। তৃণমূল ভবনে এসসি-ওবিসি সেলের



মিছিল অয়োজনের নির্দেশও রাজ্য সচ্যাপতি দিয়েছেন। বৈঠকের পর অসিত হালদার বলেন, মমতাদিদির নির্দেশ মেনে ওয়াসাতের এসসি-

ওবিসি ভাই-বোনদের সক্রিয় করে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করব। মতুয়া সম্প্রদায়ের সমর্থন দিয়ে ২০২৬-এ তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করব। এসআইআর-এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জোরদার করব। উত্তর তাপস মণ্ডলও সংগঠনের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানিয়েছেন।এই উদ্যোগ

দূর্ঘটনা এড়াতে পথে নামলো বাঁকুড়া সদর ট্রাফিক পুলিশ

বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বর (হি. স.)ঃ দূর্ঘটনা এড়াতে পথে নামলো বাঁকুড়া সদর ট্রাফিক পুলিশ ও মোটর ভেহিকেল দফতর। শনিবার সকাল থেকেই ভৈরবস্থান মোড় এলাকায় চলে চেকিং এবং সচেতনতা প্রচারা। হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল আরোহীদের ও বোপরোয়া গতিতে এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাো ইত্যাদি নিরাপত্তা মূলক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন।বাঁকুড়া শহর সহ জেলায় গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি পথ দূর্ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তাই জেলা পুলিশ পথে নেমেছে। এদিন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সদর ট্রাফিকের উদ্যোগে শহরের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চেকিং শুরু করে। এদিন বেশ কয়েকজন গাড়ি চালকের লাইসেন্সও সিজ করা হয় এবং গাড়ির চালককে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

বিজনৌরে গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত এক যুবক

বিজনৌর, ২৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলায় গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে বাইক আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে কেরতোয়ালি থানার অন্তর্গত এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃত যুবকের নাম রাহুল সাহিনীর (২৬)। তিনি রামলীলা গ্রাউন্ডের বাসিন্দা। তিনি একটি কুরিয়ার কোম্পানিতে কাজ করতেন। তিনি শুক্রবার গভীর রাতে বাইকে করে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয়। এই পথ দূর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মরাত্মকদেহের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থাকা পালিয়ে গেছে। পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধানসভায় তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ : ওয়াকআউট কংগ্রেস বিধায়কদের

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ তেজপুরের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত অন্যিমের প্রতিবাদ এবং ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পাঁখা সময় দিতে ক্ষমতাসীন বিজেপি অস্বীকার করছে অভিযোগ তুলে কংগ্রেসি বিধায়করা আজ বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেছেন। ওয়াকআউটে কংগ্রেসের সঙ্গ দিয়েছেন সিপিআইএম-এর একমাত্র বিধায়কও। আজ শনিবার রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের পঞ্চম তথা শেষ দিন সন্ধ্যা থেকে ওয়াকআউট করে বাইরে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়ার। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা পরসঙ্গে জিরো আওয়াজে বিদেে আলোচনা চেয়েছিলাম আমরা। দীর্ঘ ছাত্র-আগেদোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপায়ন সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।’দেবব্রতের অভিযোগ, ‘ দল বিতর্কের জন্য পক্ষাণ্ড সময় দিচ্ছে না। দুটি বিষয়ের বদলে শুধুমাত্র একটিতে আলোচনা করতে বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ করে শাসক পক্ষ।’ শইকিয়ার দাবি, ‘ বিশ্ববিদ্যালয়ে অসম-বিরোধী যড়যন্ত্র চলছে।’বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, ‘ স্বয়ংসেবক সঘ্ন (আরএসএস)-এর প্রভাবে উপাধিপায়ন করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যে প্লাস্টিকের টেবিল-চোরা সহ সঃে দহজনক সামগ্রী কিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের অপব্যবহার করা হচ্ছে।’দীর্ঘদিনের দাবি উত্থাপন করে বিরোধী দলনেতা দেবব্রত বলেন, ‘ ছয় জনগাভিকে তৎশালি উপজাতি (এসটি)-র মর্যাদা প্রদান ত্বরান্বিত করতে সরকারকে অনুপ্রোধ করছিলাম আমরা।’

সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটিতে সমাবর্তন	
শান্তিনিকেতন,২৯ নভেম্বর : শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ভাবনাকে পাথের করে বোলপুর-শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী কেমঃ দ্রডাউনে গড়ে তোলা হয়েছে সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটির পথ চলা। সারা দেশে শিক্ষার অন্ধনে তাগের এই পথ চলার অভিজ্ঞতা পাঁচ দশক। ২০১৪ সালে সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি গঠে ওঠার পরে ২০২৬ সালে এখানে প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এবার শনিবার ২৯ নভেম্বর মাদ্রাসিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. ইজাজ আহমেদ, চক্রবর্তী, স্মীতা চক্রবর্তী, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদিন সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এদেশে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিকম স্কীল ইউনিভার্সিটি প্রথম মহাকাশ গবেষণা উদ্যোগের আয়োজন করার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার গর্ব অর্জন করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেধা অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য জায়গায় রয়েছে বলে এদিন দাবী করা হয়।	
লেখুফন্দনয় গাঁজা বিরোধী অভিযান	
আগরতলা, ২৯ নভেম্বর (হি.স.)ঃ গাঁজা চাষীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুশিয়ারি দিলেন লেফুন্দ্দা থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) সহদেব দাস। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, থানা এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষের খবর পেলেই তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। শনিবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি সহদেব দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী লেফুন্দ্দা থানার দীঘালীয়া এলাকার জঙ্গলের তেতরে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা গাঁজা চাষের স্থানে অভিযান চালায়।	

